Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 17-09-2026 21:46 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

নয়া জামানা

৩০ ভাদ্র ।। ১৪৩৩।। বৃহস্পতিবার ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৫৮৬ সংখ্যা ।। ৮পাতা

দাউদের সঙ্গে সম্পর্কের গুঞ্জন নিয়ে চার দশক পেরিয়ে নীরবতা ভাঙলেন মন্দাকিনী

অন্নপূর্ণা দিবসে মহিলাদের বিশেষ বার্তা মোদির, বললেন, 'আত্মবিশ্বাস বাড়ছে

বন্ধুত্বের বন্ধন... জন্মদিনে 'বন্ধু' মোদিকে মিষ্টি শুভেচ্ছা মেলোনির

রুশ তেল কেনায় ১০০ শতাংশ শুল্ক-খাঁড়া! ভারতের উপর চাপ বাড়িয়ে মার্কিন কংগ্রেসে পাশ বিল

স্বাস্থ্যবিমা বাড়ল আড়াই গুণ! পুজোর আগে সরকারি কর্মীদের জন্য বিশেষ উপহার নবান্নের

মহালয়ার আগেই রাইটার্সে মুখ্যমন্ত্রী

সংস্করণে তোড়জোড় পূর্ত দপ্তরের

দীপঙ্কর দোলাই,নয়া জামানা ঃপুজোর বাকি আর কয়েকটা দিন। এরপরেই উৎসবে মাতোয়ারা হবে গোটা বাংলা। তার আগেই মহাকরণে ফিরবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী! শোনা যাচ্ছে, খুব শীঘ্রই তাঁর দপ্তর চালু হতে পারে সেখানে। পূর্ত দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী ১০ অক্টোবর তথা দেবীপক্ষ শুরুর আগেই মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রী-সহ ছয় মন্ত্রীর ঘরের সংস্কার শেষ হয়ে যাবে। ইতিমধ্যে যদিও মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়ের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। একেবারে দ্রুততার সঙ্গে মুখ্যসচিব, ডিজি-সহ গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজন আমলার দপ্তর তৈরির কাজ দ্রুততার সঙ্গেও শেষ করা হচ্ছে বলে খবর।জানা গিয়েছে, মহাকরণের কাজ বর্তমানে কোন পর্যায়ে রয়েছে, তা নিয়ে আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন পূর্তমন্ত্রী অজয় পোদ্দার। ওই বৈঠকেই আধিকারিকদের দ্রুত সংস্কারের কাজ শেষ করতে হবে বলে তিনি নির্দেশ দেন বলে খবর। শুধু তাই নয়, আগামী ১০ অক্টোবর অর্থাৎ মহালয়ার আগেই মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর-সহ ছয় মন্ত্রীর ঘর সংস্কারের কাজ শেষ করা যাতে সম্ভব হয় তাও জানানো হয় বলে খবর। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ছাড়াও দিলীপ ঘোষ, অগ্নিমিত্রা পাল, শংকর ঘোষ, শারদ্বত মুখোপাধ্যায় এবং অজয় পোদ্দার, অর্থাৎ এই ছয় মন্ত্রী মহাকরণে বসবেন। ফলত তাঁদের ঘর দ্রুত শেষ করার কথা বলা হয়েছে। শুধু তাই নয়, আগামিদিনে কীভাবে সংস্কার তা নিয়েও মন্ত্রী চর্চা করেছেন বলে জানা গিয়েছে। ইতিমধ্যে মহাকরণ সংস্কারের দায়িত্ব আদানি গ্রুপকে দেওয়া হতে পারে বলে জল্পনা ছড়িয়েছে।বলে রাখা প্রয়োজন, ২০১৩ সালে মহাকরণ থেকে প্রশাসনিক দপ্তর সরিয়ে নবান্নে নিয়ে যান তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কারণ ব্রিটিশ আমলে তৈরি হওয়া এই ভবনের সংস্কারের প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

মতো সংস্কারের কাজ শুরু হয়। কিন্তু অভিযোগ, দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও সংস্কারের কাজ নাকি ৫০ শতাংশও শেষ হয়নি। এহেন পরিস্থিতিতে বাংলার মসনদে বদল এসেছে। বাংলার মসনদে এখন বিজেপির সরকার। রাজ্যে পালাবদলের পরেই বিজেপির তরফে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়, নবান্ন থেকে নয়, রাইটার্স থেকেই সরকার পরিচালিত হবে। কিন্তু সংস্কারের কাজ শেষ না হওয়ায় বর্তমানে নবান্নতেই বসছেন মুখ্যমন্ত্রী-সহ রাজ্যের অন্যান্য মন্ত্রীরা। সেখান থেকে বসেই পরিচালিত হচ্ছে সরকার। কিন্তু এবার আর নয়! আর তাই মহালয়ার আগেই মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রী ফিরতে চান বলে খবর।

শর্তসাপেক্ষে মমতার সভার অনুমতি দিল হাইকোর্ট

নয়া জামানা ঃ আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর শ্রীরামপুর কোর্ট ময়দানে কালীঘাট তৃণমূলের সভা করার অনুমতি দিল কলকাতা হাই কোর্ট। তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে ওই সভা হওয়ার কথা। তবে আদালতের তরফে বেঁধে দেওয়া হয়েছে একাধিক শর্ত। বিকেল ৪টে থেকে ৬টার মধ্যে সভা করতে হবে এবং জমায়েতের সংখ্যা ১০০০-এর বেশি করা যাবে না। সভামঞ্চ থেকে কোনও অপ্রীতিকর মন্তব্য করা যাবে না বলেও স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে আদালত।গত ১১ সেপ্টেম্বর শ্রীরামপুরের মাহেশে একটি কর্মসূচির অনুমতি নিয়ে জটিলতা তৈরি হওয়ায় বিষয়টি আদালতে গড়ায়।বৃহস্পতিবার সেই মামলার শুনানিতে রাজ্যের তরফে জানানো হয়, ২৬ সেপ্টেম্বর দুপুর ২টো থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত সভা করতে আপত্তি নেই, তবে জেড ক্যাটাগরি নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা সম্ভব নয় এবং ৫০০ জনের বেশি জমায়েতের অনুমতি দেওয়া যাবে না। বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য্য অবশ্য ১০০০ জনের জমায়েতের কথা বলেন, যার তীব্র বিরোধিতা করে রাজ্য। এই নিয়ে আদালতে একরকম দর কষাকষি চলে। মামলাকারীর আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বলেন, আগে একটি সঙ্গীত অনুষ্ঠানেই প্রায় দু'হাজার মানুষের জমায়েত হয়েছিল, তাই এত কম সংখ্যায় সভা করা বাস্তবসম্মত নয়।সব পক্ষের বক্তব্য শোনার পর বিচারপতি বিকেল ৪টে থেকে ৬টা পর্যন্ত সভার অনুমতি দেন। আদালতের নির্দেশ, আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে ১০ জন স্বেচ্ছাসেবকের নাম ও মোবাইল নম্বর জমা দিতে হবে, বড় মঞ্চ করা যাবে না এবং সভা শেষ হলেই মঞ্চ খুলে ফেলতে হবে। এই শর্তগুলি নিয়ে আপত্তি জানান কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, যার জেরে অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল বিল্বদল ভট্টাচার্যের সঙ্গে তাঁর তীব্র বাদানুবাদ বেঁধে যায় আদালতকক্ষে।

শুধু ভাতা নয়, রাজ্যে সংস্কার করতে এসেছি

অন্নপূর্ণা দিবসে হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর

নয়া জামানাঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন উপলক্ষে বৃহস্পতিবার রাজ্যজুড়ে পালিত হল অন্নপূর্ণা দিবস। এই বিশেষ দিনে মহিলাদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে একগুচ্ছ আর্থিক সহায়তার কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। নারী সুরক্ষায় কড়া বার্তা দিল রাজ্য সরকার। স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হল, মহিলাদের উপর নির্যাতন হলে কাউকে রেওয়াত করা হবে না। পাশাপাশি, বাল্যবিবাহ রুখতেও কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।তাঁর স্পষ্ট বার্তা, এই রাজ্যে এই সরকার শুধু ভাতা দিতে আসেনি, এই রাজ্যে সংস্কার করতে এসেছে এই সরকার। এদিন মূল অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয় সেন্ট্রাল পার্কে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন প্রায় ৬০ হাজার উপভোক্তা। এছাড়াও পুরো রাজ্যের প্রায় ৫০০টি জায়গা থেকে আরও কয়েক লক্ষ মানুষ ভার্চুয়াল মাধ্যমে এই কর্মসূচিতে যোগ দেন।মুখ্যমন্ত্রী জানান, নরেন্দ্র মোদির গ্যারান্টি মেনেই এই অন্নপূর্ণা যোজনা চালু হয়েছে। তাঁর জন্মদিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতেই প্রতি বছর এই দিনটিতে অন্নপূর্ণা দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এদিন প্রায় এক কোটি ষাট লক্ষ উপভোক্তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা পৌঁছে দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। বাকি আবেদনকারীদের অ্যাকাউন্টেও দ্রুত টাকা ঢুকে যাবে বলে আশ্বস্ত করেন তিনি।রাজ্যে নারী সুরক্ষায় বিশেষ জোর দিয়ে একটি নতুন কমিশন গঠনের কথা এদিন ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। গত চার মাসের খতিয়ান তুলে ধরে তিনি জানান, মা-বোনেদের উপর হওয়া নির্যাতনের বিচার করতে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি সমাপ্তি চট্টোপাধ্যায়কে চেয়ারম্যান করে এই কমিশন তৈরি হয়েছে। কমিশনে রয়েছেন আইপিএস দময়ন্তী সেনও। মুখ্যমন্ত্রীর কড়া হুঁশিয়ারি, একটা মা-বোনের উপরে অত্যাচার হলে আমরা ছাড়ব না। আমাদের এটা কমিটমেন্ট।আর্থিক সুরাহার পাশাপাশি বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মরত মহিলাদের ভাতাও বাড়িয়েছে বর্তমান সরকার। অগস্ট মাস থেকেই আইসিডিএস, আশাকর্মীদের বেতন ৫ হাজার টাকা এবং প্রাণী মিত্রদের বেতন ২ হাজার টাকা করে বাড়ানো হয়েছে। প্রাণী মিত্রদের আয় ১০ হাজারের কম হওয়ায় তাঁদেরও অন্নপূর্ণা যোজনার আওতায় আনা হয়েছে। পাশাপাশি, আইসিডিএস কেন্দ্রে আসা গর্ভবতীদের জন্য বরাদ্দ খাদ্যভাতা ১২ থেকে বাড়িয়ে ১৪ টাকা করা হয়েছে।যাটোর্ধ্ব স্বামীহীনা মহিলাদের মাসিক পেনশন অগস্ট থেকে একের বদলে দেড় হাজার টাকা করে দেওয়া হচ্ছে। রাজ্যে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় তৈরি হতে চলা ৫০ লক্ষ নতুন বাড়ির চুক্তি এবং মালিকানাও থাকবে শুধুমাত্র মহিলাদের নামে। কন্যাদের পড়াশোনায় উৎসাহ দিতেও একগুচ্ছ পদক্ষেপ করা হয়েছে।মুখ্যমন্ত্রী জানান, গত ১৪ অগস্ট কন্যারত্ন দিবসে রাজ্যের ২০ লক্ষ ১৩ হাজার ছাত্রীর অ্যাকাউন্টে ১ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছে। আগামী ২০২৭ সাল থেকে এই অর্থ দ্বিগুণ করে ২ হাজার টাকা করা হবে। ছাত্রীরা স্নাতক স্তরে পড়াশোনা করলে তিন বছরে মোট ৫০ হাজার টাকা অনুদান পাবেন।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 17-09-2026 21:46 Page 2

ছেলের হাত ধরে মায়ের স্বপ্নজয়

সুস্মিতা মজুমদার

কিছু স্বপ্ন বয়স মানে না। কিছু ইচ্ছে সময়ের কাছে হার মানে না।আর কিছু মানুষ প্রমাণ করে দেন জীবন যতই পথ আটকে দাঁড়াক, ইচ্ছাশক্তি থাকলে সেই দেওয়ালেও দরজা তৈরি করা যায়।

৪৫ বছর বয়সে হাতে আবার বই। সামনে পরীক্ষার খাতা। চারপাশে অপেক্ষাকৃত কমবয়সি পরীক্ষার্থী। জীবনের একেবারে অন্য প্রান্তে এসে ফের দশম শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষা দিচ্ছেন এক মা। প্রথমে হয়তো অনেকেই অবাক হয়ে তাকিয়েছিলেন। কেউ হয়তো ভেবেছিলেন,এত বছর পর আবার পড়াশোনা? তাও আবার দশম শ্রেণির পরীক্ষা! কিন্তু সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন রেণু হান্স নিজেই ৮২ শতাংশ নম্বর পেয়ে।জম্মু ও কাশ্মীরের রেণু হান্সের গল্প তাই নিছক পরীক্ষায় পাশ করার গল্প নয়। এটি একটি থেমে যাওয়া স্বপ্নের আবার পথ চলার গল্প। এটি প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াইয়ের গল্প। আর সবচেয়ে বেশি করে এটি এক মায়ের প্রতি এক ছেলের ভালোবাসার গল্প।বিয়ের আগে দশম শ্রেণির পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছিলেন রেণু। তারপর জীবনের গতিপথ বদলে যায়। বিয়ে, সংসার, সন্তান, অর্থনৈতিক টানাপোড়েন একটার পর একটা দায়িত্ব এসে দাঁড়ায় সামনে। তার সঙ্গে ছিল শ্রবণ ও বাক্ প্রতিবন্ধকতা। ফলে বই-খাতার জগতটা ধীরে ধীরে দূরে সরে যায়। যে স্বপ্ন একসময় স্কুলের বেঞ্চে বসে দেখা হয়েছিল তা যেন সংসারের ব্যস্ততার আড়ালে চাপা পড়ে যায়।দিন যায়। বছর যায়। দেখতে দেখতে কেটে যায় ২২টি বছর।

কিন্তু স্বপ্ন কি সত্যিই কখনও মরে?সম্ভবত না।কখনও কখনও কোনও স্বপ্ন শুধু অপেক্ষা করে;সঠিক সময়ের জন্য। রেণু হান্সের ক্ষেত্রেও যেন তেমনটাই হয়েছিল।৪৫ বছর বয়সে এসে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, আবার পড়াশোনায় ফিরবেন। অসম্পূর্ণ থেকে যাওয়া দশম শ্রেণির পরীক্ষা দেবেন। বয়স তখন আর স্কুলের বেঞ্চে বসার বয়স নয়। সংসারের দায়িত্বও কমেনি। শারীরিক প্রতিবন্ধকতাও আগের মতোই রয়েছে। তবু এবার তাঁর পাশে ছিল এমন একজন, যে শুধু তাঁর সন্তান নয় ছিল তাঁর শিক্ষক, সহপাঠী, পথপ্রদর্শক এবং সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা।

ছেলে নমান কৌল।দ্বাদশ শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র নমান নিজেই তখন নিজের ভবিষ্যৎ গড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। পড়াশোনার চাপ রয়েছে। পরীক্ষার প্রস্তুতি রয়েছে। নিজের স্বপ্নও রয়েছে। কিন্তু মায়ের বহু বছরের অপূর্ণ ইচ্ছের সামনে নিজের ব্যস্ততাকে যেন এক মুহূর্তের জন্য সরিয়ে রাখল সে।মা যখন বললেন, তিনি আবার পড়তে চান, ছেলে শুধু ‘হ্যাঁ’ বলেনি। দায়িত্বটা নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিল।প্রতিদিন সন্ধ্যায় শুরু হত অন্যরকম এক পড়ার আসর।একদিকে নিজের বই-খাতা নিয়ে বসত নমান। অন্যদিকে মায়ের বই খুলে বসতেন রেণু। শিক্ষক আর ছাত্রের সম্পর্কের সেই দৃশ্যটি ছিল একেবারেই অন্যরকম। কখনও ইশারায়, কখনও লিখে, কখনও উদাহরণ দিয়ে মায়ের কাছে কঠিন বিষয়গুলো সহজ করে বোঝানোর চেষ্টা করত নমান।যে বিষয় বুঝতে অসুবিধা হত, সেটি আবার বুঝিয়ে দিত। উত্তর লিখতে সমস্যা হলে লিখে দেখাত। কোনও অধ্যায় কঠিন মনে হলে ধৈর্য ধরে সেটি ভেঙে ভেঙে বোঝাত।তারপর?মায়ের পড়া শেষ হলে নমান নিজের পড়ায় ফিরত।একজন মা তখন ছেলের কাছ থেকে শিক্ষা নিচ্ছেন। আর একজন ছেলে নিজের পড়াশোনার পাশাপাশি মায়ের স্বপ্নেরও দায়িত্ব পালন করছে।এই দৃশ্যের মধ্যে হয়তো কোনও বড় মঞ্চ ছিল না। ছিল না ক্যামেরার ঝলকানি। ছিল না কোনও পুরস্কারের ঘোষণা। ছিল শুধু একটি পরিবারের ঘরের ভিতর আলো জ্বেলে রাখা এক অসম্ভব সুন্দর সম্পর্ক।রেণুর জন্য পরীক্ষায় বসার সিদ্ধান্ত নেওয়াটাই ছিল প্রথম বড় লড়াই। এরপর এল ওপেন স্কুলে ভর্তি হওয়ার প্রক্রিয়া। আবেদন করা, ফর্ম পূরণ, প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি, পরীক্ষার কেন্দ্র সম্পর্কে জানা সব ক্ষেত্রেই মায়ের পাশে থেকেছে নমান।মায়ের হয়ে সবকিছু করে দেওয়া নয়, বরং তাঁকে এগিয়ে যাওয়ার মতো করে তৈরি করাই ছিল ছেলের উদ্দেশ্য।কারণ নমান বুঝেছিল, মায়ের প্রয়োজন শুধু একজন সহকারী নয়। প্রয়োজন একজন বিশ্বাসযোগ্য মানুষ, যে বারবার বলবে ‘তুমি পারবে।’আর সেই বিশ্বাসই হয়তো সবচেয়ে বড় শক্তি হয়ে উঠেছিল রেণুর কাছে।রেণু হান্সের জীবনের লড়াই অবশ্য একেবারে নতুন নয়। তাঁর স্বামী বাবলু কৌলও শ্রবণ ও বাক্ প্রতিবন্ধী। সংসারের দায়িত্ব সামলাতে বাড়ি থেকেই দর্জির কাজ করেছেন তিনি। সীমিত আয়ের মধ্যেই স্ত্রী ও ছেলের প্রয়োজন মেটানোর চেষ্টা করেছেন। বড় কোনও আর্থিক সচ্ছলতা ছিল না। ছিল না জীবনের পথ মসৃণ করে দেওয়ার মতো সুযোগ-সুবিধার প্রাচুর্য।কিন্তু ছিল পরিবার।আর ছিল একে অপরের প্রতি নির্ভরতা।এই পরিবারের গল্প তাই শুধুমাত্র রেণুর পরীক্ষায় সাফল্যের গল্প নয়। এটি এমন এক পরিবারের গল্প, যারা সীমাবদ্ধতার মধ্যেও নিজেদের জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে চলেছে।পরীক্ষার দিনটিও সহজ ছিল না। ২২ বছর পর আবার দশম শ্রেণির পরীক্ষার হলে বসা স্বাভাবিকভাবেই রেণুর মনে ভয় ছিল। চারপাশে তুলনায় কমবয়সি পরীক্ষার্থীদের দেখে অস্বস্তি হওয়াটাও স্বাভাবিক। নিজের শারীরিক সীমাবদ্ধতার কারণে পরীক্ষার পরিবেশ নিয়ে কিছুটা দ্বিধাও ছিল।

কিন্তু এবার তাঁর সঙ্গে ছিল অন্যরকম প্রস্তুতি।ছিল ছেলের কথা।ছিল দীর্ঘদিনের জমে থাকা এক স্বপ্ন।ছিল নিজেকে প্রমাণ করার তাগিদ।শেষ পর্যন্ত ভয়কে পাশে সরিয়ে পরীক্ষার খাতায় কলম চালিয়েছেন রেণু। প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন তিনি শুধু একটি পরীক্ষা নয়, নিজের জীবনের ২২ বছরের অপেক্ষারও উত্তর লিখ ছিলেন।তারপর এল সেই প্রতীক্ষিত দিন।ফল প্রকাশিত হল।রেণু হান্স পেয়েছেন ৮২ শতাংশ নম্বর।এক মুহূর্তে যেন ২২ বছরের দূরত্ব মুছে গেল।যে পরীক্ষায় একসময় সফল হতে পারেননি,সেই দশম শ্রেণির পরীক্ষাতেই এবার তাঁর সাফল্য। তাও আবার এমন একটি বয়সে, যখন অনেকেই নতুন করে পড়াশোনা শুরু করার কথা ভাবতেও সাহস পান না।কিন্তু এই সাফল্যের অঙ্কের আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে আরও বড় একটি সংখ্যা;২২।২২ বছর আগে যে স্বপ্ন থেমে গিয়েছিল, ২২ বছর পর সেই স্বপ্ন আবার হাঁটতে শুরু করল।আর সেই হাঁটার পথে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হাতটি ছিল ছেলের।নমানের ভূমিকা তাই আলাদা করে বলার মতো।

সে শুধু মাকে পড়ায়নি। মায়ের আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে দিয়েছে। তাকে বুঝিয়েছে, বয়স কোনও শেষ কথা নয়। প্রতিবন্ধকতা কোনও শেষ কথা নয়। একবার ব্যর্থ হওয়াও জীবনের শেষ অধ্যায় নয়।হয়তো একজন শিক্ষক তাঁর ছাত্রকে ঠিক এভাবেই শেখান ব্যর্থতা মানে থেমে যাওয়া নয়, আবার শুরু করার সুযোগ।নমান সেই শিক্ষাটাই মাকে দিয়েছে।তবে এই গল্পে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা রয়েছে। সমাজে শিক্ষা নিয়ে আমাদের প্রচলিত ধারণা অনেক সময় বয়সের সঙ্গে বাঁধা। ছোটবেলায় স্কুল, কিশোর বয়সে মাধ্যমিক, তারপর উচ্চশিক্ষা এই নির্দিষ্ট ছকের বাইরে কেউ বেরিয়ে এলেই তাকে নিয়ে বিস্ময় তৈরি হয়।রেণু হান্স সেই ছকটাকেই প্রশ্ন করেছেন।তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন, শিক্ষা শুধুমাত্র বয়সের সঙ্গে এগিয়ে চলা কোনও দৌড় নয়। শিক্ষা আসলে নিজের ভিতরের অন্ধকারকে একটু একটু করে সরিয়ে আলোয় পৌঁছনোর পথ।আর সেই পথ ধরতে কখনও কখনও অনেক দেরি হয়ে যায়। কিন্তু ‘দেরি’ আর ‘শেষ’;এই দুটি শব্দ এক নয়।রেণুর গল্পে তাই ৪৫ বছর বয়স কোনও বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। বরং হয়ে উঠেছে নতুন শুরুর বয়স।তাঁর ৮২ শতাংশ নম্বরও শুধু একটি মার্কশিটের সংখ্যা নয়। এটি এক ধরনের উত্তর। তাঁদের জন্য উত্তর, যারা বয়সের কারণে কোনও স্বপ্নকে অসম্ভব মনে করেন। তাঁদের জন্য উত্তর, যারা একবার ব্যর্থ হয়ে মনে করেন, আর সুযোগ নেই। তাঁদের জন্যও উত্তর, যারা শারীরিক সীমাবদ্ধতাকে জীবনের শেষ সীমা বলে ভাবেন।

আর নমানের গল্পটি মনে করিয়ে দেয়, শিক্ষার সবচেয়ে সুন্দর জায়গাটি হয়তো শুধু স্কুলের শ্রেণিকক্ষ নয়। কখনও কখনও একটি ছোট ঘরও শ্রেণিকক্ষ হয়ে উঠতে পারে। একটি মা ছাত্র হতে পারেন। আর তাঁর নিজের সন্তান হয়ে উঠতে পারে শিক্ষক।এই গল্পে তাই পরীক্ষার খাতার চেয়েও বড় হয়ে উঠেছে সম্পর্কের খাতা।সেখানে মায়ের পাশে ছেলের হাতের লেখা। ছেলের পাশে মায়ের বিশ্বাস।

আর সেই বিশ্বাসের শেষে লেখা;‘আমি পারব।’রেণু হান্স পেরেছেন।২২ বছর পর।৪৫ বছর বয়সে।৮২ শতাংশ নম্বর নিয়ে।কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বড় সাফল্য হয়তো মার্কশিটে লেখা নেই।সেটি লেখা আছে সেই সন্ধ্যাগুলিতে, যখন নিজের পড়া শেষ করার আগে ছেলে মায়ের বই খুলে বসেছিল। লেখা আছে সেই মুহূর্তগুলিতে, যখন ইশারায় কোনও কঠিন বিষয় বোঝানো হয়েছিল। লেখা আছে পরীক্ষার আগের উদ্বেগে, পরীক্ষার হলের নীরবতায় এবং ফল প্রকাশের পরের আনন্দে।একজন মা তাঁর অসম্পূর্ণ স্বপ্ন পূরণ করেছেন।আর একজন ছেলে প্রমাণ করেছে কখনও কখনও সন্তানের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব শুধু বাবা-মায়ের ভবিষ্যৎ তৈরি করা নয়, তাঁদের অতীতের অপূর্ণ স্বপ্নকেও পূর্ণতা দেওয়া।জীবনের খাতা অনেক সময় আমরা নিজেরাই বন্ধ করে দিই। ভাবি, সময় চলে গেছে। বয়স বেড়ে গেছে। সুযোগ আর নেই। কিন্তু রেণু হান্সের গল্প যেন সেই বন্ধ খাতার পাতায় আবার একটি লাইন লিখে দেই।স্বপ্নের কোনও মেয়াদ শেষ হয় না।শুধু প্রয়োজন, আবার একবার কলম তুলে নেওয়ার সাহস।আর কখনও কখনও সেই কলমটা হাতে তুলে দেয় নিজের সন্তানই।

কিছু স্বপ্ন বয়স মানে না। কিছু ইচ্ছে সময়ের কাছে হার মানে না।আর কিছু মানুষ প্রমাণ করে দেন জীবন যতই পথ আটকে দাঁড়াক, ইচ্ছাশক্তি থাকলে সেই দেওয়ালেও দরজা তৈরি করা যায়। ৪৫ বছর বয়সে হাতে আবার বই। সামনে পরীক্ষার খাতা। চারপাশে অপেক্ষাকৃত কমবয়সি পরীক্ষার্থী। জীবনের একেবারে অন্য প্রান্তে এসে ফের দশম শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষা দিচ্ছেন এক মা। প্রথমে হয়তো অনেকেই অবাক হয়ে তাকিয়েছিলেন। কেউ হয়তো ভেবেছিলেন,এত বছর পর আবার পড়াশোনা? তাও আবার দশম শ্রেণির পরীক্ষা! কিন্তু সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন রেণু হান্স নিজেই ৮২ শতাংশ নম্বর পেয়ে।জম্মু ও কাশ্মীরের রেণু হান্সের গল্প তাই নিছক পরীক্ষায় পাশ করার গল্প নয়। এটি একটি থেমে যাওয়া স্বপ্নের আবার পথ চলার গল্প। এটি প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াইয়ের গল্প। আর সবচেয়ে বেশি করে এটি এক মায়ের প্রতি এক ছেলের ভালোবাসার গল্প।বিয়ের আগে দশম শ্রেণির পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছিলেন রেণু। তারপর জীবনের গতিপথ বদলে যায়। বিয়ে, সংসার, সন্তান, অর্থনৈতিক টানাপোড়েন একটার পর একটা দায়িত্ব এসে দাঁড়ায় সামনে। তার সঙ্গে ছিল শ্রবণ ও বাক্ প্রতিবন্ধকতা।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 17-09-2026 21:46 Page 3

জামিনের শর্ত লঙ্ঘনের অভিযোগ

পার্থর জামিন বাতিল চেয়ে আদালতে সিবিআই

নয়া জামানাঃ নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় দীর্ঘদিন জেলবন্দি থাকার পর ২০২৫ সালের নভেম্বরে শর্তসাপেক্ষে জামিন পেয়েছিলেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু জামিনের অন্যতম শর্ত হিসেবে আদালতে নিয়মিত হাজিরা দেওয়ার কথা থাকলেও তিনি তা করছেন না বলে অভিযোগ। বৃহস্পতিবারও সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতে হাজিরা দেননি পার্থ। এই পরিস্থিতিতে তাঁর জামিন খারিজের আবেদন জানিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে সিবিআই। আগামী ২৯ সেপ্টেম্বর এই আবেদনের শুনানি হওয়ার কথা।এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ২০২২ সালের জুলাইয়ে প্রথমে ইডি এবং পরে সিবিআই পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করে। তৎকালীন রাজ্য সরকারের শিক্ষামন্ত্রী থাকাকালীন তাঁর বিরুদ্ধে নিয়োগ দুর্নীতিতে জড়িত থাকার অভিযোগ ওঠে। তদন্তে পার্থ-ঘনিষ্ঠ একাধিক ব্যক্তির

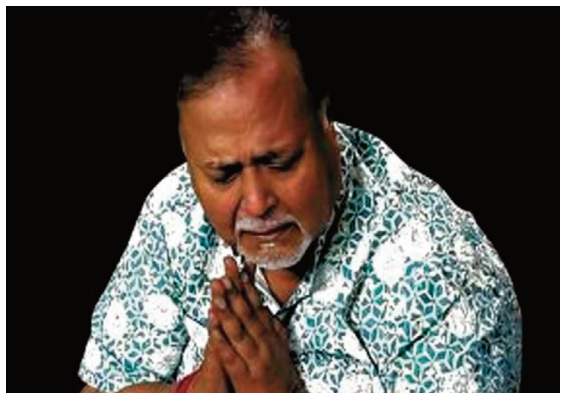

বয়ান ও অন্যান্য তথ্য সামনে আসে বলে তদন্তকারী সংস্থার দাবি। এরপর দীর্ঘ প্রায় তিন বছর জেলবন্দি ছিলেন তিনি।২০২৫ সালের নভেম্বরে সিবিআইয়ের বিশেষ আদালত শর্তসাপেক্ষে তাঁর জামিন মঞ্জুর করে। মামলার শুনানি চলাকালীন আদালতে হাজিরা দেওয়া ছিল সেই শর্তগুলির অন্যতম। কিন্তু পার্থ নিয়মিত হাজিরা দিচ্ছেন না বলে অভিযোগ তুলে তাঁর জামিন বাতিলের আবেদন করেছে সিবিআই। তদন্তকারী সংস্থার দাবি, জামিনের শর্ত লঙ্ঘিত হওয়ায় তাঁকে ফের হেফাজতে নেওয়া প্রয়োজন।যদিও পার্থর আইনজীবীর বক্তব্য, তাঁর মক্কেল বর্তমানে অসুস্থ। শারীরিক অসুস্থতার কারণেই নিয়মিত আদালতে হাজিরা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। আইনজীবীর দাবি, পার্থ জামিনের কোনও শর্ত ইচ্ছাকৃতভাবে লঙ্ঘন করেননি।

মোদির জন্মদিনে লক্ষ প্রদীপ বাজা কদমতলা ঘাটে মুখ্যমন্ত্রী

নয়া জামানা,কলকাতাঃ কখনও অঝোর, কখনও হালকা বৃষ্টি। সেই আবহের মধ্যেই বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আলোর রোশনাইয়ে সেজে উঠল কলকাতার বাজা কদমতলা ঘাট। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন উপলক্ষে সেখানে জ্বালানো হল লক্ষ প্রদীপ। রাজ্যে এই প্রথম প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনকে কেন্দ্র করে এমন বৃহৎ পরিসরে কর্মসূচি আয়োজন করা হল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় প্রদীপ প্রজ্বালনের মাধ্যমে বাজা কদমতলা ঘাটের মূল অনুষ্ঠানের সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন তিনি বলেন, দেশের সেবায় মোদির ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রদীপ জ্বালিয়ে একজন গর্বিত ভারতীয় হিসেবে প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানানো হচ্ছে। মোদির জন্মদিনকে কেন্দ্র করে সকাল থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে একাধিক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।মুখ

্যমন্ত্রী জানান, আগামী ৭ অক্টোবর প্রশাসনিক ক্ষেত্রে মোদির ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে জেলাভিত্তিক নানা অনুষ্ঠান হবে।

আগামী ১০ অক্টোবরের মধ্যে এই কর্মসূচিগুলি শেষ করার পরিকল্পনা রয়েছে। এর পাশাপাশি কলসযাত্রা, রঙ্গোলি-সহ একাধিক আয়োজন করা হয়েছে। মোদির নেতৃত্বে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির সঙ্গে যুক্ত মানুষের কথাও বিভিন্ন কর্মসূচিতে তুলে ধরা হবে।ছাত্রছাত্রীদেরও এই কর্মসূচিতে যুক্ত করা হয়েছে। ২০৪৭ সালে ভারতকে কেমন দেখতে চায় নতুন প্রজন্ম, তা জানার জন্য আঁকা, বিতর্ক ও কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে।এদিন প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষে কলকাতার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানও সাজিয়ে তোলা হয়। আলোর মালায় সেজে ওঠে হাওড়া ব্রিজ। মুখ্যমন্ত্রী জানান, শুধু একদিন নয়, আগামী এক মাস রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন কর্মসূচি চলবে।

প্রতীক ফায়সালা শুক্রেই অপেক্ষায় তৃণমূলের দুই শিবির

নয়া জামানাঃ তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রতীক ঘাসের উপর জোড়াফুল কার হাতে থাকবে, তা নিয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানায়নি নির্বাচন কমিশন। ফলে আসন্ন নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর উপনির্বাচনে দুই শিবিরের প্রার্থীদের ভবিষ্যৎও অনিশ্চিত। সূত্রের খবর, শুক্রবারই প্রতীক নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে কমিশন।নন্দীগ্রামে কালীঘাট তৃণমূলের সঞ্চিতা প্রধান দে এবং ঋতব্রত শিবিরের মহম্মদ এহতেশামুল হক দুজনেই জোড়াফুল প্রতীকে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। বৃহস্পতিবার তাঁদের মনোনয়নপত্রের স্ক্রুটিনিতেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। শুক্রবার সকাল ১১টার মধ্যে রিটার্নিং অফিসার এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত জানাবেন বলে জানা গিয়েছে। ফলে প্রশ্ন উঠছে, নির্বাচন কমিশনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের আগেই রিটার্নিং অফিসার প্রতীক নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন কি না।গত কয়েক মাস

ধরেই তৃণমূলের নাম ও প্রতীক নিয়ে দুই শিবিরের মধ্যে বিরোধ চলছে। দুপক্ষের কাছ থেকেই একাধিক নথি চেয়েছে কমিশন। বৃহস্পতিবারও দুই পক্ষের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করে কমিশন। ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেন, প্রয়োজনীয় সমস্ত নথি তাঁরা জমা দিয়েছেন এবং তাঁরাই প্রতীক পাবেন। পালটা কালীঘাট তৃণমূলের পক্ষ থেকেও প্রতীকের অধিকার নিয়ে দাবি জানানো হয়েছে।নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরে আগামী ৬ অক্টোবর উপনির্বাচন। ১৯ সেপ্টেম্বর প্রার্থী প্রত্যাহারের শেষ দিন। তার আগে প্রতীক নিয়ে কমিশনের সিদ্ধান্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

উপনির্বাচনে জোট প্রস্তাব খারিজ কংগ্রেসের সঙ্গে দূরত্ব বাড়াল তৃণমূল

নয়া জামানাঃ নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর উপনির্বাচনে আসন সমঝোতার প্রস্তাব নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস ও জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে দূরত্ব আরও স্পষ্ট হল। সূত্রের খবর, তৃণমূলের তরফে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে সমঝোতার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। তবে কংগ্রেস সেই প্রস্তাবে সাড়া না দিয়ে দুই আসনেই পৃথকভাবে লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এই সিদ্ধান্ত নিয়ে তৃণমূলের অন্দরে অসন্তোষের খবর সামনে এসেছে। যদিও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভবিষ্যতে কংগ্রেসের সঙ্গে আর কোনও রাজনৈতিক সমঝোতা করবেন না এমন বক্তব্যের বিষয়ে দলীয়ভাবে স্পষ্ট ঘোষণা এখনও প্রকাশ্যে আসেনি।

৬ অক্টোবর নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন। কংগ্রেসের প্রদেশ সভাপতি শুভঙ্কর সরকার জানিয়েছেন, তৃণমূল যদি সমঝোতা চায়, তাহলে আগে দুই কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থীদের সমর্থন করা উচিত।

তাঁর বক্তব্য, ভবিষ্যতের লড়াইয়ে দুই দলের সম্পর্ক নিয়ে পরে আলোচনা হতে পারে। তৃণমূলের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও কংগ্রেসের

সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।নন্দীগ্রাম আসনটি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ভবানীপুর আসনটি রেখে দেওয়ার পর খালি হয়। এই কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী করেছে প্রয়াত চন্দ্রনাথ রথের মা হাসিরানি রথকে।

কংগ্রেসের প্রার্থী ভূমি আন্দোলনের নেতা মিলন প্রধান। তৃণমূলের মমতা-অনুগত শিবির সঞ্চিতা প্রধান দে-কে প্রার্থী করেছে।রেজিনগরে কংগ্রেসের প্রার্থী মহম্মদ আবদুল্লাহিল কাফি এবং তৃণমূলের প্রার্থী রবিউল আলম চৌধুরী। বিজেপি প্রার্থী করেছে শাখরফ সরকার। এই দুই কেন্দ্রে বিজেপি, কংগ্রেস ও তৃণমূলের পাশাপাশি অন্য রাজনৈতিক শক্তির উপস্থিতিও রয়েছে।

> নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর উপনির্বাচনে আসন সমঝোতার প্রস্তাব নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস ও জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে দূরত্ব আরও স্পষ্ট হল। সূত্রের খবর, তৃণমূলের তরফে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে সমঝোতার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল।

অক্টোবর থেকে আরও ১ লক্ষ পড়ুয়ার পাতে ইসকনের মিড-ডে-মিল

নয়া জামানা,কলকাতাঃ চিটফান্ডের নামে কোটি কোটি টাকা তোলা এবং সেই টাকা নির্মাণ ব্যবসার আড়ালে বেআইনিভাবে সাদা করার অভিযোগে ফের সরগরম কলকাতা।

বুধবার সকাল থেকে শহর ও শহরতলির অন্তত ছটি জায়গায় একযোগে তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। নারকেলডাঙা, নেতাজিনগর ও রবীন্দ্র সরোবর-সহ বেশ কয়েকটি এলাকায় একাধিক দল পৃথকভাবে তল্লাশি চালাচ্ছে বলে খবর।

সূত্রের খবর, বুধবার সকাল সাতটা নাগাদ কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর (সিএপিএফ) নিরাপত্তায় ইডির একটি দল প্রথমে হানা দেয় উত্তর কলকাতার নারকেলডাঙা এলাকার বাসিন্দা তথা ব্যবসায়ী আব্দুর জব্বর মোল্লার বাড়িতে।অভিযোগ, আকর্ষণীয় রিটার্নের টোপ দিয়ে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে বিপুল টাকা জমা নিয়ে বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ করতেন তিনি। এরপরে উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতার আরও পাঁচটি ঠিকানায় একইসঙ্গে তল্লাশি চালায় ইডির পাঁচটি পৃথক দল।জানা গিয়েছে, এপিএম গ্রুপ নামে একটি পঞ্জি সংস্থার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে টাকা তোলা হত, যা পরবর্তীতে একটি শেল সংস্থার মাধ্যমে অন্যত্র সরানো হত। চিটফান্ড প্রকল্পে জমা রাখা অর্থ তছরুপের অভিযোগেই এই তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে বলে সূত্রের দাবি।নারকেলডাঙার পাশাপাশি নেতাজিনগর এলাকায় আব্দুর জব্বর মোল্লার এক ঘনিষ্ঠ ব্যক্তির বাসভবনেও পৌঁছয় ইডির দল। একই সময়ে রবীন্দ্র সরোবর এলাকার একাধিক ঠিকানাতেও তল্লাশি চালানো হয়।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 17-09-2026 21:46 Page 4

সম্পাদকীয়

১৭সেপ্টেম্বর ২০২৬ ।। বৃহস্পতিবার

স্ক্রলের ফাঁদ

একটি রিল শেষ হওয়ার আগেই আর একটি রিল। একটি নোটিফিকেশন খুলতেই সামনে আরও দশটি। আঙুল থামছে না, স্ক্রল থামছে না, অথচ সময় কখন পেরিয়ে যাচ্ছে;টেরই পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা কি সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করছি, নাকি সোশ্যাল মিডিয়াই আমাদের ব্যবহার করছে? দিল্লি হাই কোর্টের সাম্প্রতিক প্রশ্নের পর এই অস্বস্তিকর প্রশ্নটিই ফের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।সোশ্যাল মিডিয়ার আসল বিপদ কি শুধুই ভুয়ো খবর, অশালীন কনটেন্ট কিংবা সাইবার অপরাধ? নাকি বিপদ লুকিয়ে আছে তার নকশার মধ্যেই? ব্যবহারকারী যাতে বারবার ফিরে আসেন, আরও কিছুক্ষণ থাকেন, আরও একটি ভিডিও দেখেন;এই মনস্তত্ত্বকে সামনে রেখেই যদি কোনও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের কাঠামো তৈরি হয়, তাহলে সেটিকে নিছক প্রযুক্তির সুবিধা বলে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সুযোগ কোথায়?'ইনফিনিট স্ক্রোল', 'অটোপ্লে', ব্যক্তিগত পছন্দ অনুযায়ী তৈরি ফিড, ঘন ঘন নোটিফিকেশন, 'লাইক'-এর মতো প্রতিক্রিয়ামূলক ব্যবস্থা এবং অ্যালগরিদম সব মিলিয়ে তৈরি হচ্ছে এমন এক ডিজিটাল পরিবেশ, যেখানে বেরিয়ে আসার সিদ্ধান্তটাও ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছে। আপনি একটি ভিডিও দেখতে গিয়েছিলেন। শেষ হওয়ার পর আরেকটি নিজে থেকেই চলে এল। সেটি শেষ হতেই তৃতীয়টি। এভাবেই পাঁচ মিনিটের জায়গায় পঞ্চাশ মিনিট, পঞ্চাশ মিনিটের জায়গায় কয়েক ঘণ্টা !সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, এই সময় কে নিয়ন্ত্রণ করছে ?ব্যবহারকারী, নাকি অ্যালগরিদম ?দিল্লি হাই কোর্ট ঠিক এই জায়গাতেই কেন্দ্রের ভূমিকা জানতে চেয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ার এমন বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণে সরকারের কোনও নির্দেশিকা বা নীতি রয়েছে কি না, ভবিষ্যতে এমন কোনও নীতি তৈরির পরিকল্পনা আছে কি না আদালতের প্রশ্নের উত্তর এখন কেন্দ্রকে দিতে হবে। মামলাটি করেছেন অধ্যাপক বিকাশ কাঠুরিয়া। তাঁর বক্তব্য, সমস্যা শুধু সোশ্যাল মিডিয়ার বিষয়বস্তুতে নয় অ্যাপের নকশা এবং ব্যবহারকারীর মনোযোগ আটকে রাখার বিভিন্ন ব্যবস্থার মধ্যেও রয়েছে।কেন্দ্রের পক্ষ থেকে আদালতে জানানো হয়েছে, বিষয়টি নিয়ে নীতিনির্ধারকদের ভাবনাচিন্তা প্রয়োজন। তবে নির্দিষ্ট নির্দেশিকা তাঁর কাছে এখনও নেই। আদালত তিন সপ্তাহের মধ্যে কেন্দ্রের অবস্থান জানতে চেয়েছে।এই ঘটনাকে শুধু একটি মামলার আইনি প্রক্রিয়া হিসেবে দেখলে ভুল হবে। কারণ প্রশ্নটি আজকের ডিজিটাল জীবনের একেবারে কেন্দ্রে আঘাত করছে। প্রযুক্তি আমাদের জীবনকে সহজ করেছে, তথ্যের দরজা খুলে দিয়েছে, যোগাযোগকে হাতের মুঠোয় এনেছে। কিন্তু সেই প্রযুক্তিই যদি মানুষের মনোযোগকে পণ্যে পরিণত করে, মানুষের সময়কে ব্যবসার উপকরণ বানায়, তাহলে নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন উঠবেই।বিশেষ করে শিশু-কিশোরদের ক্ষেত্রে বিষয়টি আরও গুরুত্বপূর্ণ। কতক্ষণ তারা পর্দার সামনে থাকবে, কী দেখবে, কীভাবে এক কনটেন্ট থেকে অন্য কনটেন্টে পৌঁছে যাবে;এই সিদ্ধান্ত যদি ক্রমশ প্রযুক্তিনির্ভর হয়ে পড়ে, তাহলে অভিভাবক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সরকারের দায়িত্বের প্রশ্নও সামনে আসে।

দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা ও পুরীর জগন্নাথ রহস্য

সুনীল মাইতি

বিশিষ্ট সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক

ভাদ্দরের শেষে বা আশ্বিনের ভোরে কারখানার সাইরেন লেদ মেশিনের আওয়াজ আর আকাশে উড়তে থাকা কাঁচ- মাঞ্জার গন্ধের সঙ্গে যে দেবতাকে বাঙালি আবাহন জানায় তিনি কেবল হাতুড়ি বাটালির পুজোতেই সীমাবদ্ধ নন। বৈদিক ঐতিহ্য পৌরাণিক পুরাণকথা এবং ভারতীয় স্থাপত্যশাস্ত্রের গভীরে উঁকি দিলে দেখা যায় বিশ্বকর্মা হলেন মানব সভ্যতার প্রথম 'ডিজাইন থিঙ্কার' ও 'সার্বজনীন কারিগর' কিন্তু সাধারণ উৎসব ভাবনার বাইরে

দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার সবচেয়ে রহস্যময় অলৌকিক ও নান্দনিক সম্পর্কের গল্পটি জড়িয়ে রয়েছে শ্রীক্ষেত্র পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের প্রতিষ্ঠা ও বিগ্রহ নির্মাণের সঙ্গে। কিংবদন্তি অনুযায়ী অবন্তীর রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন যখন সমুদ্রতীরে ভেসে আসা অপৌরুষেয় 'দারু' (পবিত্র নিমকাঠ) দিয়ে জগন্নাথ,বলরাম ও সুভদ্রার মূর্তি করার উদ্যোগ নেন তখন এক অভূতপূর্ব সংকট দেখা দেয়।তখন কোনো সাধারণ ভাস্কর সেই দিব্য কাঠে হাত ছোঁয়াতে পারেননি। ছেনি ছোঁয়ালেই তা ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছিল।অবশেষে এক বৃদ্ধ কারিগরের ছদ্মবেশে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নর দরবারে স্বয়ং বিশ্বকর্মা উপস্থিত হন। তিনি নাম প্রকাশ না করে 'মহারানাতিলক' নামে আত্মপ্রকাশ করেন এবং একটা অদ্ভুত ও কঠিন শর্ত আরোপ করেন। শর্তটি ছিল,বদ্ধ ঘরের ভেতরে ২১ দিন ধরে তিনি একান্তে মূর্তি নির্মাণ করবেন।

এই সময়ের মধ্যে কোনো অবস্থাতেই ঘরের দরজা খোলা যাবে না এমনকি বাইরে থেকে কোনো শব্দ শুনলেও কেউ উঁকি দেওয়ার চেষ্টা করতে পারবে না। রাজা রাজি হন এবং মহাবেদীর ওপর রুদ্ধদ্বার কক্ষে কাজ শুরু হয়। দিন যেতে থাকে। ভেতরে ঠুকঠাক শব্দ শুনে বাইরে অপেক্ষার প্রহর গুনছিলেন সবাই।কিন্তু চতুর্দশ দিনে ঘরের ভেতর থেকে কোনো ঠুকঠাক শব্দ না পেয়ে উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েন রানী গুন্ডিচা।

তিনি ধরে নেন বৃদ্ধ কারিগর বোধ হয় অনাহারে মারা গিয়েছেন। রানির তীব্র পীড়াপীড়িতে বাধ্য হয়ে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন ২১ দিন পূর্ণ হওয়ার আগেই রুদ্ধ ঘরের দরজা খুলে ফেলেন।কিন্তু ভেতরে ঢুকেই সবাই থমকে এবং স্তম্ভিত হয়ে যান। বৃদ্ধ কারিগর উধাও! আর ঘরের মাঝখানে বেদীর ওপর পড়ে রয়েছে হাত ও পায়ের পাতাবিহীন অসমাপ্ত অথচ অপরূপ এক অপার্থিব শ্রী-সম্পন্ন তিন বিগ্রহ। পৌরাণিক বিশ্বাস অনুযায়ী দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা মানব জাতিকে বোঝাতে চেয়েছিলেন; পরম ব্রহ্মের কোনো শারীরিক সীমাবদ্ধতা বা নিখুঁত অঙ্গসৌষ্ঠবের প্রয়োজন হয় না। তার এই হাত-পা হীন অসম্পূর্ণ রূপই আসলে চরাচরের পূর্ণতার প্রতীক।

বিশ্বকর্মা কেবল একজন ভাস্কর নন ভারতীয় দর্শনে তিনি এক আদি শক্তি।বিশ্বকর্মাকে ঘিরে এমন বহু অজানা মিথ প্রাচীন সাহিত্য ও পৌরাণিক আকরে ছড়িয়ে রয়েছে,

ক. ঋকবেদের দশম মন্ডলের ৮১ এবং ৮২ নম্বর সূক্তে বিশ্বকর্মাকে বিশ্বচরাচরের আদি সৃষ্টিকর্তা বা পরমপুরুষ হিসেবে বন্দনা করা হয়েছে; যিনি চোখ; মুখ ও হাত দিয়ে পুরো ব্রহ্মাণ্ডকে গড়ে তুলেছেন।

খ.সত্যযুগে স্বর্গলোক; ত্রেতায় রাবণের স্বর্ণলঙ্কা; এবং দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা ও পান্ডবদের ইন্দ্রপ্রস্থ নগরী, সবই তাঁর সৃষ্টি। পাশাপাশি শিবের 'পিনাক ধনু' এবং দধীচির অস্থি থেকে ইন্দ্রের 'বজ্র' তৈরি করেছিলেন তিনিই।

গ.প্রাচীন ভারতের স্থাপত্যবিদ্যা ও সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মূল আকরগ্রন্থ 'বিশ্বকর্মা প্রকাশ' বা 'অপরাজিতপৃচ্ছা' তাঁর নামেই রচিত; যা তৎকালীন জ্যামিতি ও নগরায়নের অনন্য প্রমাণ। বিশ্বকর্মা পূজোর আরেকটি বিশেষত্ব হলো এর তারিখ। বাংলা পঞ্জিকার অধিকাংশ দেবদেবীর পূজো চান্দ্রমাস বা চাঁদের গতির উপর নির্ভর করলেও; বিশ্বকর্মা পূজা নির্ধারিত সূর্যসিদ্ধান্ত ও সৌরপঞ্জিকা অনুসারে। সূর্য যখন সিংহ রাশি থেকে কন্যা রাশিতে সংক্রান্তি ঘটায় (কন্যা সংক্রান্তি); ঠিক তখনই এই পূজো অনুষ্ঠিত হয়। ফলে প্রতিবছর সাধারণত সকলে১৭ ই সেপ্টেম্বর (বা কখনও ১৮ই সেপ্টেম্বর) নির্দিষ্ট তারিখে ক্যালেন্ডারের নিয়ম মেনে দেবশিল্পী মর্ত্যে আসেন। আজকের দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রযুক্তির যুগে; যেখানে এ আই ; অটোমেশন এবং ডিজিটাল মিডিয়া মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রণ করছে; সেখানেও বিশ্বকর্মার মূল চেতনাটি এক বিন্দু মলিন হয়নি। বিশ্বকর্মা পুজো আসলে কেবল একটি ধর্মীয় আচার নয়; তা মানুষের শ্রম; হাতের কাজ; প্রযুক্তিগত দক্ষতা এবং উদ্ভাবনী শক্তির প্রতি এক আন্তরিক জাতীয় শ্রদ্ধাঞ্জলি। পুরীর দরবারে হাত-পা ছাড়া জগন্নাথের যে অসম্পূর্ণ মূর্তি বিশ্বকর্মা রেখে গিয়েছিলেন; তা হয়তো আজ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়; যান্ত্রিক নিখুঁত ভাবনার চেয়েও সৃষ্টির ভেতরের ভাবাবেগ ও চেতনা কতখানি বড়। কারখানার যান্ত্রিক সাইরেন থেকে শুরু করে ছাদের নীল আকাশে ওড়া রকমারি ঘুড়ি; বিশ্বকর্মা আজও মানুষের শ্রম ও শিল্পের মেলবন্ধনে এক চিরন্তন বাতিঘর বিরাজ করেন।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 17-09-2026 21:47 Page 5

বিপজ্জনক ছাদে আশঙ্কার মেঘ, ইন্দপুরের স্কুলে প্রশাসনিক উদাসীনতায় ক্ষুব্ধ অভিভাবকেরা

রাখি গরাই, নয়া জামানা, বাঁকুড়া ঃ বাঁকুড়া জেলার ইন্দপুর ব্লকের প্রান্তিক গ্রাম হরিডিহির একমাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বেহাল দশায় ক্ষুব্ধ এলাকার বাসিন্দা ও অভিভাবকেরা। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে তৈরি এই দুই কক্ষের বিদ্যালয়ে হরিডিহি ও পার্শ্ববর্তী বামুনডাঙ্গা গ্রামের শিশুরা পড়াশোনা করতে আসে। তবে বর্তমানে পলেস্তারা খসে পড়া জরাজীর্ণ ছাদ আর বেরিয়ে থাকা মরচে ধরা রড নিয়ে চরম প্রাণহানির ঝুঁকি তৈরি হয়েছে।ঝিরঝিরে বৃষ্টিতেই সিলিং গলে জল পড়ে ভিজে যায় খুদেদের বই-খাতা। এমনকি ক্লাস চলাকালীনই ছাদ থেকে বেশ কয়েকবার কংক্রিটের চাদর ভেঙে পড়েছে। দুর্ঘটনা এড়াতে স্কুল কর্তৃপক্ষ তারের জাল দিয়ে বিপজ্জনক অংশগুলো ঢাকার চেষ্টা করলেও তাতে আতঙ্ক কমেনি। দুই কামরার গাদাগাদি পরিবেশে শিশু শ্রেণি থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পাঠদান চলে, আর ভেঙে পড়ার মুখে থাকা বারান্দাতেই খেতে হয়

মিড-ডে মিল। ফলে চরম দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছেন অভিভাবকেরা। ‘সরকারের মুখে বড় বড় ভাষণ শুনলেও গ্রামের এই ভগ্নপ্রায় স্কুলের দিকে কারও নজর নেই,’ ক্ষোভ উগরে দিয়ে এমনটাই জানান অভিভাবক উদয়ভানু হাজরা। শিক্ষক ও সহপাঠীদের টানে শিশুরা স্কুলে যেতে চাইলেও এই বর্ষায় যেকোনো মুহূর্তে বড়সড় দুর্ঘটনার ভয়ে অনেক অভিভাবকই সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে সাহস পাচ্ছেন না।স্কুলের প্রধান শিক্ষক সলিল মণ্ডল জানান, অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষের দাবি জানানো ছাড়াও স্কুলের এই বেহাল দশা নিয়ে প্রশাসনের একাধিক স্তরে বারবার দরবার করা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। বিষয়টি নিয়ে ইন্দপুরের বিডিও প্রসেনজিৎ চৌধুরী দ্রুত খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিলেও, কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটার আগেই আদৌ কি সংস্কারের কাজ শুরু হবে;এখন সেই প্রশ্নেরই উত্তর খুঁজছেন হরিডিহির গ্রামবাসীরা।

কুমারগঞ্জ কলেজের সভাপতির দায়িত্বে শুভেন্দু সরকার, লক্ষ্য সার্বিক উন্নয়ন

সাজাহান আলি, নয়া জামানা, কুমারগঞ্জ ঃ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জ কলেজের গভর্নিং বডির নতুন সভাপতি হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন শুভেন্দু সরকার। তিনি বিজেপির ওবিসি মোর্চার রাজ্য সভাপতি এবং গত বিধানসভা নির্বাচনে কুমারগঞ্জ কেন্দ্রের বিজেপির প্রার্থী ছিলেন। বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব নেওয়ার পর তিনি কলেজের শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধি ও পরিকাঠামোগত উন্নতির মাধ্যমে এটিকে জেলার অন্যতম সেরা কলেজে পরিণত করার অঙ্গীকার

প্রকাশ করেন।দায়িত্ব গ্রহণ করে শুভেন্দু বাবু জানান, শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড এবং সমাজ ও দেশকে এগিয়ে নেওয়ার মূল চালিকাশক্তি। তিনি মনে করেন, এতদিন নানা সমস্যার কারণে কুমারগঞ্জ কলেজে আশানুরূপ উন্নয়ন থমকে ছিল। আগামী দিনে কলেজের শিক্ষার সম্প্রসারণ, পরিকাঠামো জোরদার করা এবং পরিবেশের মানোন্নয়নে প্রয়োজনীয় সব ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।কলেজের অধ্যক্ষ ও অন্যান্য কর্মীদের সাথে আলোচনা করে একটি যৌথ কর্মপরিকল্পনা তৈরির কথা জানিয়েছেন তিনি। বালুরঘাটের বাসিন্দা এবং রাজ্য রাজনীতির অন্যতম পরিচিত মুখ শুভেন্দু সরকারের এই কলেজে যোগদানের ঘটনাটি স্থানীয় শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে বিশেষ উৎসাহের সঞ্চার করেছে। আগামী দিনে কুমারগঞ্জ কলেজকে জেলার প্রথম সারির শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলাই তাঁর প্রধান লক্ষ্য।

বাঁকুড়ায় ঘাসফুল শিবির ছেড়ে কংগ্রেসে ১০০ জন পরিবহন কর্মী

নয়া জামানা, বাঁকুড়া ঃ বাঁকুড়ায় সংগঠন শক্তিশালী করতে গতি বাড়াল জেলা কংগ্রেস। মাচানতলার ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে আয়োজিত এক পথসভায় বাঁকুড়া জেলা কংগ্রেস সভাপতি আইনজীবী অভিষেক বিশ্বাসের হাত ধরে প্রায় ১০০ জন ট্যাক্সি মালিক ও চালক তৃণমূল ছেড়ে জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেন।দলীয় সূত্রের খবর, যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করে পরিবহন কর্মীরা আগেই জেলা সভাপতিকে স্মারকলিপি জমা দিয়েছিলেন।

এর পরেই এই বিশেষ কর্মসূচির ব্যবস্থা করা হয়। নতুন সদস্যদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে অভিষেক বিশ্বাস জানান, শ্রমজীবী মানুষের এই যোগদান প্রমাণ করে সাধারণ মানুষ কংগ্রেসের আদর্শ ও নীতির ওপর ভরসা রাখছেন। এই সিদ্ধান্ত জেলায় দলকে আরও শক্তিশালী করবে।অন্যদিকে, যোগদানকারী ট্যাক্সি মালিক ও চালকদের দাবি, রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে পরিবহন কর্মী তথা মেহনতি মানুষের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষায় কংগ্রেসই একমাত্র বিকল্প।

জেলায় কংগ্রেসকে শক্তিশালী করতে এবং সাধারণ মানুষের লড়াইয়ে তারা আগামী দিনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবেন।

কুড়িয়ে পাওয়া মোবাইল থানায় জমা দিলেন ময়নাগুড়ির জগন্নাথ

রঞ্জন সাহা, নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ কুড়িয়ে পাওয়া মোবাইল ফোন থানায় এনে জমা দিয়ে সততার এক অনন্য নজির গড়লেন ময়নাগুড়ি ব্লকের ধউলাগুড়ি চারের বাড়ির বাসিন্দা জগন্নাথ রায়। পেশায় তিনি একজন কৃষক ও শিল্পী। বৃহস্পতিবার বিশেষ কাজে ময়নাগুড়িতে আসার পথে বিডিও অফিস সংলগ্ন পলাশ মোড়ে রাস্তায় একটি মোবাইল পড়ে থাকতে দেখেন তিনি। কোনো প্রলোভনে না পড়ে ফোনটি কুড়িয়ে সোজা ময়নাগুড়ি থানায় গিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেন।নিজের এই উদ্যোগের বিষয়ে জগন্নাথবাবু জানান, বর্তমানে মানুষের কাছে মোবাইলের আর্থিক মূল্যের চেয়েও ভেতরের গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্রের মূল্য অনেক বেশি। ব্যাংক সংক্রান্ত তথ্য, প্রয়োজনীয় দলিল ও নানাবিধ

ব্যক্তিগত কাগজপত্র ফোনে জমা থাকে। ফলে একটি ফোন হারালে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি চরম বিপদে পড়েন। সেই অনুভূতি থেকেই তিনি ফোনটি থানায় জমা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।সমাজকে এক ইতিবাচক বার্তা দিয়ে তিনি আরও বলেন, রাস্তায় কারও টাকা-পয়সা, ব্যাগ বা মোবাইল হারিয়ে গেলে তা নিজের কাছে না রেখে দ্রুত নিকটবর্তী থানায় জমা দেওয়া প্রতিটি মানুষের নাগরিক কর্তব্য। একজন সাধারণ কৃষকের এই অসাধারণ সততা ও দায়িত্বশীল মনোভাবকে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ কর্মীসহ স্থানীয় বাসিন্দারা আন্তরিকভাবে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

জর্দা ব্রিজের মুখে ভয়াবহ ধস, বাড়ছে দুর্ঘটনার আশঙ্কা

নয়া জামানা, ময়নাগুড়িঃ ময়নাগুড়িতে ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর অবস্থিত নতুন জর্দা ব্রিজের মুখে তৈরি হয়েছে এক বিশাল বিপজ্জনক ভাঙ্গন। ব্রিজের সংযোগস্থলে রাস্তার নিচের মাটির অর্ধেকেরও বেশি অংশ ধসে গিয়ে ভেতরে ফাঁপা হয়ে পড়েছে, যার ফলে প্রতিনিয়ত ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করছে বিভিন্ন যানবাহন ও পথচারীরা।পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে খ বর পাওয়ামাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ। নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পুলিশের পক্ষ থেকে ধস নেমে যাওয়া অংশে লাল কাপড় এবং ড্রাম দিয়ে সাময়িক ব্যারিকেড তৈরি করা হয়েছে। সেই সঙ্গে ওই পথ দিয়ে যাওয়া সমস্ত যানবাহন চালকদের সতর্কতার সাথে গাড়ি চালানোর পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দা ও গাড়ি চালকদের অভিযোগ, এই ধস যেকোনো মুহূর্তে এক বড়সড় দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 17-09-2026 21:47 Page 6

প্রাক্তন বিধায়কের ওপর ডিম ছোড়া
জনরোষ ও অহিংস প্রতিবাদ মন্ত্রী বিরাজ

শুভজিৎ দাস, নয়া জামানা, রায়গঞ্জঃ উত্তর দিনাজপুরের করণদিঘির প্রাক্তন বিধায়ক গৌতম পালের ওপর ঘটে যাওয়া ডিম ছোড়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে চরম উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে স্থানীয় রাজনীতি। বর্তমান বিধায়ক তথা রাজ্য সরকারের মন্ত্রী বিরাজ বিশ্বাস একে 'জনরোষ' এবং অত্যাচারিত মানুষের 'প্রতীকী অহিংস প্রতিবাদ' বলে উল্লেখ করেছেন।সংবাদ মাধ্যম ও সমাজমাধ্যমে নিজের মতামত জানাতে গিয়ে মন্ত্রী অভিযোগ তোলেন, বিগত পাঁচ বছরে করণদিঘিতে বালি ও জমি মাফিয়াদের বাড়বাড়ন্ত ছিল। গৌতম পালের প্রত্যক্ষ নির্দেশে পঞ্চায়েত নির্বাচনে ব্যাপক রিগিং, প্রার্থীদের ওপর অত্যাচার এবং জয়ীদের সংশাপত্র না দেওয়ার মতো ঘটনা ঘটেছে। বিরাজ বিশ্বাসের মতে, গৌতম পাল বহিরাগত এবং বর্তমানে রাজনৈতিক জমি হারিয়ে খ বরে ভেসে থাকার চেষ্টা করছেন। প্রাক্তন বিধায়কের বিগত নির্বাচনের প্রাপ্ত ভোটকেও তিনি রিগিংয়ের ফল বলে দাবি করেন এবং জানান যে এলাকার মানুষ এখন আর তাঁর সঙ্গে নেই, তাঁরা কেবল উন্নয়নের পক্ষে।একই সঙ্গে প্রাক্তন বিধায়কের স্ত্রীর জেলা পরিষদের সভাধিপতি পদ নিয়েও প্রশ্ন তোলেন মন্ত্রী। তাঁর দাবি, ভুয়ো জাতিগত শংসাপত্র ব্যবহার করে ওই পদ দখল করা হয়েছিল, যা বর্তমানে বিচারাধীন। সবমিলিয়ে, অতীতে করণদিঘিতে যে সন্ত্রাস ত্রাসের পরিবেশ ছিল তা ফিরুক এলাকার মানুষ তা চান না উল্লেখ করে বিরাজ বিশ্বাস জানান, গৌতম পাল এখন সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক এবং রাজ্য সরকার করণদিঘির সার্বিক উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

বন্যার ত্রাণের নৌকা ঘিরে তীব্র হাহাকার, মানিকচকে সরকারি ত্রাণ ছিনিয়ে নিলেন দুর্গতরা

নয়া জামানা, মালদা ঃ মালদার মানিকচকের বন্যা কবলিত ভূতনীতে ত্রাণের বণ্টনকে কেন্দ্র করে এক চরম বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হলো। বৃহস্পতিবার উত্তর চণ্ডীপুর এলাকার সাহেবটোলা এবং মোহরিল মোড়ে সরকারি ত্রাণ পৌঁছানো মাত্রই ত্রাণ সামগ্রী ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনা ঘটে। প্রশাসনের পাঠানো দুটি ত্রাণ বোঝাই নৌকার মধ্যে একটি থেকে সমস্ত সামগ্রী কার্যত জোরপূর্বক নিয়ে যান স্থানীয় বন্যা দুর্গত মানুষজন।মালদা জেলা প্রশাসন ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে ভূতনীর প্লাবিত অঞ্চলের বাসিন্দাদের জন্য এই ত্রাণ পাঠানো হয়েছিল। দুটি নৌকায় শুকনো খাবার ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে পৌঁছান জেলা প্রশাসনিক আধিকারিক এবং মানিকচকের বিধায়ক গৌড়চন্দ্র মন্ডল। প্রথমে সাহেবরামটোলা এলাকায় কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই স্বাভাবিকভাবে ত্রাণ বিতরণ কাজ সম্পন্ন হয়। কিন্তু এরপরেই বিপর্যয় ঘটে মোহরিল মোড় এলাকায়।ত্রাণের নৌকা মোহরিল মোড়ে পৌঁছানো মাত্রই সহায় সম্বলহীন ও দীর্ঘদিনের অনাহারে থাকা দুর্গতদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়। ত্রাণ পাওয়ার জন্য তারা কার্যত নৌকার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েন। একপর্যায়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে পুরো ব্যবস্থা এবং একটি নৌকার যাবতীয় সামগ্রী মানুষ নিজের হাতে তুলে নেন। দীর্ঘদিনের জমা ক্ষোভ, ত্রাণের অপ্রতুলতা এবং পেটের জ্বালাই দুর্গতদের এমন আচরণে বাধ্য করেছে বলে জানা গেছে। এই ঘটনা প্লাবিত ভূতনীতে ত্রাণ বিতরণের কঙ্কালসার চেহারা এবং প্রশাসনের তদারকির অভাবকেই ফুটিয়ে তুলেছে।

রাজস্ব আদায়ে রেকর্ডের মুখে বালি-পাথর-কয়লা, রাজ্যের ঘরে অতিরিক্ত ১৪০ কোটি

আমিনুর রহমান, নয়া জামানা, পূর্ব বর্ধমান ঃ বালি, পাথর ও কয়লার রাজস্ব আদায়ে রেকর্ড সাফল্য পেল রাজ্য সরকার। সরকারি হিসাব অনুযায়ী, গত বছরের তুলনায় চলতি ২০২৬ সালের এপ্রিল থেকে আগস্ট;এই চার মাসেই রাজস্ব বাবদ কোষাগারে প্রায় ৩৩ শতাংশ বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গেছে। এর ফলে রাজ্যের ঘরে জমা পড়েছে অতিরিক্ত ১৩৯ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা।তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে, ২০২৫ সালের প্রথম চার মাসে এই তিন ক্ষেত্র থেকে আদায় হয়েছিল মোট ৪২৮ কোটি ২০ লক্ষ টাকা। তবে ২০২৬ সালের একই সময়ে তা বেড়ে হয়েছে ৫৭৬ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা। অবৈধভাবে বালি, কয়লা ও পাথর উত্তোলন বন্ধ করতে এবং খাদানগুলোতে সঠিক রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যে প্রশাসনিক কড়াকড়ি ও নজরদারি বাড়ানোর ফলেই এই বিপুল অর্থ সংগ্রহ সম্ভব হয়েছে।
রাজস্ব আদায়ের নিরিখে শীর্ষস্থান দখ ল করেছে লাগোয়া জেলা বীরভূম। শুধুমাত্র এই জেলা থেকেই সংগৃহীত হয়েছে প্রায় ২৩৫ কোটি টাকা। তালিকায় এর পর রয়েছে ঝাড়গ্রাম, যার আদায়ের পরিমাণ ৭০ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা। অন্যদিকে পশ্চিম বর্ধমান থেকে ৫৯ কোটি টাকা, পূর্ব বর্ধমান থেকে ৫৬ কোটি ১২ লক্ষ টাকা এবং বাঁকুড়া জেলা থেকে ৫৩ কোটি ৬ লক্ষ টাকা রাজস্ব এসেছে। দক্ষিণবঙ্গের এই জেলাগুলোর যৌথ ভূমিকাতেই রাজ্য কোষাগারের ভাঁড়ার আরও শক্তিশালী হয়েছে।

কুড়ি হাজার প্রদীপ প্রজ্বালন ও কেক কাটার মধ্য দিয়ে হাড়োয়ায় প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন পালন

বসিরহাট ঃ কুড়ি হাজার প্রদীপ প্রজ্বালন ও কেক কাটার মধ্য দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ৭৬তম জন্মদিন পালন করা হলো হাড়োয়ায়। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বসিরহাটের হাড়োয়া ১ নম্বর মণ্ডলের উদ্যোগে ধুমধাম করে প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষে বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।এদিন সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনের শুভক্ষণে একসঙ্গে কুড়ি হাজার প্রদীপ প্রজ্বালন করা হয়। পাশাপাশি কেক কেটে জন্মদিন উদযাপন করেন বিজেপি নেতা-কর্মীরা। কর্মসূচিকে ঘিরে দলীয় নেতা-কর্মীদের উপস্থিতিও ছিল চোখে পড়ার মতো।প্রধানমন্ত্রীর সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনায় এদিন বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি আগামী দিনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যেন দেশের আরও উন্নয়নে কাজ করতে পারেন, সেই কামনাও করা হয় বলে বিজেপি নেতৃত্বের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। উক্ত কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি নেতা সুশেন বৈদ্য, প্রতীক আইচ পিন্টু বাহাদুর তন্ময় দেবনাথ ভাস্কর দাস চম্পা বিবি অমিত গায়েন শিবু মালি রেজাউল মোল্লা মিন্টু মোল্লা আলাউদ্দিন মোল্লা বাপ্পা মন্ডল বিজয় মাহালী মনোজ বিশ্বাস সহ দলের অন্যান্য নেতা-কর্মীরা।

জঙ্গিপুর হাসপাতালে বিধায়কের সারপ্রাইজ ভিজিট

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ জঙ্গিপুর হাসপাতালের পরিষেবা ও পরিকাঠামো খতিয়ে দেখতে বৃহস্পতিবার আচমকা হাসপাতাল পরিদর্শনে গেলেন স্থানীয় বিধায়ক চিত্র মুখার্জি। বিভিন্ন বিভাগ ঘুরে দেখে তিনি রোগী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন। আগের পরিদর্শনের সময় পরিষেবা উন্নয়নে দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলি কতটা বাস্তবায়িত হয়েছে, তা যাচাই করাই ছিল তাঁর এই সফরের মূল উদ্দেশ্য।রোগীদের আত্মীয়রা পরিষেবার মান আগের চেয়ে উন্নত হয়েছে বলে জানান, তবে পাশাপাশি নিয়মিত নজরদারির দাবিও তোলেন। পরিদর্শনের সময় হাসপাতালের মূল প্রবেশপথের সুপার স্পেশালিটি অংশের বন্ধ গেটটি অবিলম্বে খুলে দেওয়ার জন্য নতুন হাসপাতাল সুপারের কাছে জোরালো দাবি জানান বিধায়ক। রোগী ও তাঁদের স্বজনদের ভোগান্তি কমাতে কোনো আইনি বা প্রশাসনিক জটিলতা থাকলে তা দ্রুত সমাধানের নির্দেশ দেন তিনি। বিধায়কের এমন আচমকা পরিদর্শনে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের ওপর নজরদারি বাড়বে এবং পরিষেবার মান আরও উন্নত হবে বলেই আশা প্রকাশ করেছেন সাধারণ মানুষ।

তারাপীঠে মন্দির কমিটিকে
অ্যাম্বুলেন্স উপহার রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের

তারাপীঠ ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন উপলক্ষে তারাপীঠ মন্দির কমিটির হাতে অ্যাম্বুলেন্স তুলে দিল একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক। বৃহস্পতিবার আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। পরে উপস্থিত অতিথিদের বরণ করে নেওয়া হয়। মন্দির চত্বরে এই পরিষেবা চালু হওয়ায় জরুরি পরিস্থিতিতে স্থানীয় বাসিন্দা থেকে দূরদূরান্তের পুণ্যার্থী;অনেকেই উপকৃত হবেন বলে মনে করছেন মন্দির কর্তৃপক্ষ।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তারাপীঠ মন্দির কমিটির সভাপতি নিখিল ব্যানার্জি, সম্পাদক পুলক চ্যাটার্জি, রামপুরহাটের বিধায়ক ধ্রুব সাহা, রামপুরহাটের মহকুমাশাসক-সহ বিশিষ্টজনেরা। মন্দির কমিটি সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় তিন বছর আগে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের তরফে তারাপীঠ মন্দির কমিটিকে অ্যাম্বুলেন্স দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। তবে সে সময় অ্যাম্বুলেন্সটি গ্রহণ করেনি মন্দির কমিটি। দীর্ঘ সময় পর ফের সেই অ্যাম্বুলেন্সই মন্দির কমিটির হাতে তুলে দেওয়া হল।তারাপীঠে প্রতিদিনই বহু পুণ্যার্থীর সমাগম হয়। ফলে হঠাৎ অসুস্থতা, দুর্ঘটনা বা অন্য কোনও জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত রোগীকে হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে এই অ্যাম্বুলেন্স গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে মনে করছেন কর্তৃপক্ষ। শুধু পুণ্যার্থী নয়, সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দারাও জরুরি প্রয়োজনে এই পরিষেবা ব্যবহার করতে পারবেন।মন্দির কমিটির তরফে জানানো হয়েছে, সাধারণ মানুষের কথা মাথায় রেখে তুলনামূলক কম খরচে অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 17-09-2026 21:47 Page 7

মোদির জন্মদিনে শুভেচ্ছা পুতিনের, ভারত-রাশিয়া সম্পর্কের প্রশংসা

নয়া জামানা,নয়াদিল্লি ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ৭৬তম জন্মদিনে তাঁকে শুভেচ্ছা জানালেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। ভারত-রাশিয়ার কৌশলগত অংশীদারিত্ব আরও শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে মোদির ভূমিকার প্রশংসা করে পুতিন বলেন, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর উল্লেখযোগ্য প্রভাব রয়েছে।ভারতে অবস্থিত রুশ দূতাবাস সামাজিক মাধ্যমে পুতিনের শুভেচ্ছাবার্তা প্রকাশ করেছে। সেখানে দ্রুঝবাদোস্তি হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করা হয়েছে। রুশ শব্দ দ্রুঝবা-র অর্থ বন্ধুত্ব, আর হিন্দি দোস্তি-র সঙ্গে তার অর্থগত মিল রয়েছে। বার্তায় পুতিন মোদিকে তাঁর দেশবাসীর কাছে অত্যন্ত সম্মানিত নেতা হিসেবে উল্লেখ করেন। একই সঙ্গে দুই দেশের সম্পর্ক এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের কথাও তুলে ধরেন।সম্প্রতি দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনের সময় রুশ প্রতিনিধিদলকে ভারত যে আন্তরিক আতিথেয়তা দিয়েছে, তার জন্যও মোদিকে ধন্যবাদ জানান পুতিন। দুই নেতার সাম্প্রতিক আলোচনাকে তিনি তাৎপর্যপূর্ণ, খোলামেলা ও ফলপ্রসূ বলে বর্ণনা করেন। দ্বিপাক্ষিক এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয়ে রাশিয়া-ভারতের গঠনমূলক সহযোগিতা অব্যাহত রাখার কথাও জানান তিনি। সেপ্টেম্বরের শুরুতে দিল্লিতে মোদি ও পুতিনের বৈঠকে দুই দেশ কৌশলগত অংশীদারিত্ব আরও জোরদার করার বিষয়ে সম্মত হয়েছিল। বাণিজ্যও ২০৩০ সালের মধ্যে ১০০ বিলিয়ন ডলারে নেওয়ার লক্ষ্য রয়েছে।এদিকে, রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের জ্বালানি বাণিজ্যকে ঘিরে ওয়াশিংটনের চাপও বেড়েছে। ১৬ সেপ্টেম্বর মার্কিন হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস রাশিয়ার উপর চাপ বাড়ানোর একটি বিল পাশ করে। তাতে ভারত-সহ রুশ জ্বালানি আমদানিকারী দেশগুলির উপর সর্বোচ্চ ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপের ক্ষমতা প্রেসিডেন্টকে দেওয়ার বিধান রয়েছে। বিষয়টি ভারত-মার্কিন সম্পর্কেও নতুন কূটনৈতিক চাপ তৈরি করেছে।এই প্রেক্ষাপটে পর্যবেক্ষকদের মতে, জন্মদিনের বার্তায় পুতিনের উষ্ণ শব্দচয়ন দুই দেশের ঘনিষ্ঠতার ধারাবাহিকতাই তুলে ধরেছে। ইউক্রেন যুদ্ধ, জ্বালানি বাণিজ্য এবং পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞাকে ঘিরে আন্তর্জাতিক চাপের মধ্যেও নয়াদিল্লি ও মস্কো কৌশলগত যোগাযোগ বজায় রাখছে। বার্তায় সৌহার্দ্যের পাশাপাশি সম্পর্কের গুরুত্বও স্পষ্ট হয়েছে।

বিজেপি ছেড়ে ওটিটিতে শেহজাদ

রাইজ অ্যান্ড ফল-এ নতুন ভূমিকায় প্রাক্তন মুখপাত্র

নয়া জামানা ঃ বিজেপির প্রাক্তন জাতীয় মুখপাত্র শেহজাদ পুনাওয়ালার নতুন ইনিংস শুরু হতে চলেছে বিনোদন জগতে। দলীয় রাজনীতি থেকে সরে এবার তাঁকে দেখা যাবে রিয়্যালিটি শো রাইজ অ্যান্ড ফল-এর দ্বিতীয় সিজনে। ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হতে চলা এই শোয়ে ১৫ জন প্রতিযোগী অংশ নেবেন।

প্রথম চারজন হিসাবে শেহজাদ ছাড়াও স্বরা ভাস্কর, করণ পটেল ও প্রিয়াঙ্কা চাহর চৌধুরীর নাম প্রকাশ্যে এসেছে। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করবেন প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার বীরেন্দ্র শেহওয়াগ।কিছুদিন আগেই বিজেপির জাতীয় মুখপাত্রের পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন শেহজাদ। ব্যক্তিগত ও আর্থিক কারণের কথা উল্লেখ করে সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত জানান তিনি। দীর্ঘদিন বিজেপির হয়ে টেলিভিশন বিতর্ক ও সামাজিক মাধ্যমে দলের অবস্থান তুলে ধরেছেন তিনি। তার আগে কংগ্রেসের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন।রাজনীতি থেকে বিনোদনে এই পরিবর্তন নিয়ে শেহজাদ নিজেও জানিয়েছেন, রাইজ অ্যান্ড ফল-এর নাম তাঁর নিজের জীবনযাত্রার সঙ্গেও মিলে যায়। নতুন অধ্যায় নিয়ে কথা বলতে গিয়ে তিনি মজা করে বলেন, আগামী ছয় সপ্তাহ তাঁকে বাড়িভাড়া দিতে হবে না। কারণ ৪২ দিনের প্রতিযোগিতার সময় তাঁকে শোয়ের অংশ হিসাবেই থাকতে হবে।রাইজ অ্যান্ড ফল-এর দ্বিতীয় সিজনে প্রতিযোগীদের রুলারস ও ওয়ার্কার্স; এই দুই ভূমিকায় ভাগ করা হবে। ক্ষমতা, কৌশল, সিদ্ধান্ত এবং জোটের সমীকরণের মাধ্যমে খেলায় অবস্থান বদলাতে থাকবে।একসময় যে প্রতিযোগী রুলার, পরিস্থিতি বদলে গেলে তাঁকেই ওয়ার্কার হতে হতে পারে।প্রথম সিজনে সঞ্চালকের দায়িত্বে ছিলেন আশনীর গ্রোভার। দ্বিতীয় সিজনে তাঁর জায়গায় এসেছেন শেহওয়াগ। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রিয়্যালিটি শো সঞ্চালনায় নতুন ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করছেন প্রাক্তন ভারতীয় ওপেনার। নতুন প্রোমোয় শেহওয়াগকে বিভিন্ন চরিত্রে দেখা গিয়েছে। ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে প্রতিদিন নতুন পর্ব দেখা যাবে প্রাইম ভিডিও ও এমএক্স প্লেয়ারে।শেহজাদের সঙ্গে স্বরা ভাস্করের উপস্থিতি ঘিরেও দর্শকদের আগ্রহ তৈরি হয়েছে। তবে এখনও বাকি ১১ প্রতিযোগীর নাম ঘোষণা করেনি নির্মাতারা। নির্মাতাদের মতে, নতুন সিজনে ক্ষমতার লড়াই আরও জটিল হতে চলেছে।

মদ ভেবে পানীয় মিথানল বিষক্রিয়ায় নাইজেরিয়ায় মৃত ৪৮

নয়া জামানাঃ স্থানীয়ভাবে তৈরি পানীয় পান করে ভয়াবহ বিষক্রিয়ায় নাইজেরিয়ার অনডো প্রদেশে অন্তত ৪৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। আরও প্রায় ১০০ জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের হিসাবে, ওডিগবো ও ইরেলে স্থানীয় প্রশাসনিক এলাকায় মোট ১৮২ জন এই ঘটনায় অসুস্থ হয়েছেন। কয়েক জন চিকিৎসার পর সুস্থ হয়ে বাড়িও ফিরেছেন।স্বাস্থ্য কমিশনার বানজি আজাকা জানিয়েছেন, পানীয়টিতে বিষাক্ত রাসায়নিক মিথানল থাকার আশঙ্কা করা হচ্ছে। এই রাসায়নিক শরীরে প্রবেশ করলে দ্রুত গুরুতর বিষক্রিয়া হতে পারে। আক্রান্তদের মধ্যে কিডনি বিকল, দৃষ্টিশক্তি নষ্ট এবং মস্তিষ্কে গুরুতর ক্ষতির মতো সমস্যা দেখা দিয়েছে। তবে পানীয়টিতে ঠিক কতটা মিথানল ছিল, তা এখনও পরীক্ষাধীন।ঘটনার তদন্তে নেমে ১৫ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। অনডো পুলিশের মুখপাত্র আবায়োমি জিমোহ জানিয়েছেন, ধৃতদের মধ্যে এক জন এমন পানীয় তৈরি করছিলেন, যাতে মিথানল থাকার সন্দেহ রয়েছে। তাঁর কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া নমুনা ফরেন্সিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে।স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, প্রায় দুসপ্তাহ আগে প্রথম মৃত্যুর ঘটনা সামনে আসে। এরপর ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা। পানীয়টির উৎস, উৎপাদন ও কী ভাবে তা মানুষের কাছে পৌঁছল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ ও স্বাস্থ্য দফতর।নাইজেরিয়ায় গ্রামাঞ্চলে কম দামের কারণে স্থানীয়ভাবে তৈরি অ্যালকোহল ব্যবহারের চল রয়েছে। এই ঘটনায় ফের সেই পানীয়ের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

ভাদনগর থেকে সেবা সংকল্প

মোদীর ২৫ বছরের জনজীবন স্মরণ শাহের

নয়া জামানা ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ৭৬তম জন্মদিন এবং জনজীবনে তাঁর ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে বৃহস্পতিবার গুজরাতের ভাদনগরে শুরু হল মাসব্যাপী সেবা সংকল্প অভিযান। প্রধানমন্ত্রীর জন্মস্থান ভাদনগর থেকে বারাণসী পর্যন্ত বাইক র‍্যালির সূচনা করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত ও জনসেবার বার্তা নিয়ে এই যাত্রা আয়োজিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে অমিত শাহ ২০০১ সালের ৭ অক্টোবর গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মোদীর প্রশাসনিক যাত্রার সূচনা থেকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁর ২৫ বছরের পথচলার কথা তুলে ধরেন। শাহের বক্তব্য, মোদীর জীবন ও জনসেবার আদর্শ দেশের তরুণ প্রজন্মের কাছে অনুপ্রেরণার বিষয়। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের মূলমন্ত্র নেশন ফার্স্ট বলেও উল্লেখ করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।গুজরাতে মোদীর মুখ্যমন্ত্রিত্বের সময়ের বিভিন্ন প্রকল্পের প্রসঙ্গ তুলে ধরে শাহ বলেন, বনবন্ধু কল্যাণ যোজনা, সাগর খেড়ুত কল্যাণ যোজনা, ভাইব্রেন্ট গুজরাত এবং গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের মতো উদ্যোগ পরবর্তীকালে উন্নয়নমূলক প্রশাসনের ভিত্তি তৈরি করে।কেন্দ্রে মোদী সরকারের বিভিন্ন নীতির উল্লেখ করে শাহ জিএসটি, ডিবিটি, ব্যাঙ্কিং সংস্কার, এফডিআই ও পিএলআই-এর কথা বলেন। তাঁর দাবি, গত ১২ বছরে ২৫ কোটি মানুষ চরম দারিদ্র্যসীমা থেকে বেরিয়ে এসেছেন। পাকা বাড়ি, বিনামূল্যে খাদ্যশস্য, রান্নার গ্যাস, শৌচাগার ও আয়ুষ্মান ভারতের মতো প্রকল্প দরিদ্র মানুষের জীবনযাত্রায় পরিবর্তন এনেছে বলেও দাবি করেন তিনি।মোদীর দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য কামনা করে শাহ বলেন, বিকশিত ভারত-এর লক্ষ্য পূরণে তাঁর নেতৃত্ব গুরুত্বপূর্ণ।

ব্রিকসের পর অসুস্থ বিশ্বনেতারা, ফেক অ্যালার্ট বিদেশ মন্ত্রকের

নয়া জামানা ঃ ভারতে অনুষ্ঠিত ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনের পর একাধিক বিশ্বনেতা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন;সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া এমন দাবিকে ভুয়ো বলে খারিজ করল ভারতের বিদেশ মন্ত্রক। বৃহস্পতিবার মন্ত্রকের ফ্যাক্ট-চেকিং ইউনিট এক্স-এ সতর্ক করে জানায়, এ ধরনের বিভ্রান্তিকর ও ক্ষতিকর পোস্ট থেকে সকলকে সতর্ক থাকতে হবে। জল্পনার সূত্রপাত দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসার অসুস্থতার খবরকে ঘিরে। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্সি জানিয়েছে, ১৩ সেপ্টেম্বর ব্রিকস সম্মেলন শেষে সোমবার দেশে ফেরার পর চিকিৎসকদের পরামর্শে রামাফোসাকে বিশ্রামে রাখা হয়েছে এবং তিনি আপাতত নির্ধারিত সরকারি ও জনসংযোগ কর্মসূচি থেকে বিরত রয়েছেন। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীরা তাঁর হয়ে কর্মসূচিতে প্রতিনিধিত্ব করবেন।একই সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকার ডেপুটি প্রেসিডেন্ট পল মাশাটাইলেও একটি ছোট চিকিৎসা প্রক্রিয়ার পর বিশ্রামে রয়েছেন। তবে এই দুই নেতার অসুস্থতার সঙ্গে ব্রিকস সম্মেলনের কোনও যোগসূত্রের প্রমাণ মেলেনি। এর মধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং অসুস্থ হয়ে নির্ধারিত সময়ের আগেই দেশে ফিরে গিয়েছেন বলেও দাবি ছড়ায়। বিদেশ মন্ত্রক সেই দাবিকেও ভিত্তিহীন বলে সতর্ক করেছে।উল্লেখ্য, ১২ ও ১৩ সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লিতে ১৮তম ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ভারতের সভাপতিত্বে আয়োজিত সম্মেলনের থিম ছিল স্থিতিস্থাপকতা, উদ্ভাবন, সহযোগিতা এবং স্থায়িত্বের জন্য নির্মাণ। সম্মেলন শেষে গৃহীত নিউ দিল্লি ঘোষণাপত্রে বহুপাক্ষিকতা জোরদার, আন্তর্জাতিক বিরোধ শান্তিপূর্ণভাবে মেটানো এবং বৈশ্বিক শাসনব্যবস্থায় সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী একতরফা নিষেধাজ্ঞা ও বাণিজ্য-সীমাবদ্ধতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ব্রিকস।ঘোষণাপত্রে বাণিজ্যব্যবস্থায় নিয়মভিত্তিক কাঠামো বজায় রাখা, উন্নয়নশীল দেশগুলির স্বার্থ রক্ষা এবং বিশ্ব অর্থনীতিতে আরও প্রতিনিধিত্বশীল ব্যবস্থার পক্ষে অবস্থান নেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে জলবায়ু নীতির নামে বৈষম্যমূলক বাণিজ্যিক পদক্ষেপের বিরোধিতাও জানানো হয়েছে। ফলে সম্মেলন-পরবর্তী অসুস্থতার গুঞ্জনকে ঘিরে তৈরি হওয়া বিভ্রান্তির পাশাপাশি ব্রিকসের নীতিগত সিদ্ধান্তও আন্তর্জাতিক মহলে আলোচনায় এসেছে।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 17-09-2026 21:47 Page 8

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ওডিআই দল ঘোষণা, নেতৃত্বে গিল

নয়া জামানা ঃ ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে আসন্ন তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজের জন্য ১৫ সদস্যের ভারতীয় দল ঘোষণা করল বিসিসিআই। দলের নেতৃত্বে থাকছেন শুভমান গিল। সহ-অধিনায়কের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কে এল রাহুলকে। ২৭ সেপ্টেম্বর তিরুবনন্তপুরমে শুরু হবে সিরিজ। পরের দুই ম্যাচ ৩০ সেপ্টেম্বর গুয়াহাটি এবং ৩ অক্টোবর নিউ চণ্ডীগড়ে।ঘোষিত দলে অভিজ্ঞতার সঙ্গে তারুণ্যের মিশেল রয়েছে। ওয়ানডে দলে জায়গা ধরে রেখেছেন রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি। পাশাপাশি দলে ফিরেছেন রুতুরাজ গায়কোয়াড় ও রবীন্দ্র জাদেজা। এশিয়ান গেমসের দল থেকে নীতিশ কুমার রেড্ডিকে সরিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ওয়ানডে স্কোয়াডে রাখা হয়েছে।নতুন মুখ হিসেবে সুযোগ পেয়েছেন আকিব

নবী ও নমন ধীর। পেসার গুরনুর ব্রারও দলে রয়েছেন। উইকেটকিপিং বিভাগে কে এল রাহুলের পাশাপাশি ধ্রুব জুরেলকে রাখা হয়েছে। রোহিত, বিরাট, রুতুরাজ ও যশস্বী জয়সওয়ালের উপস্থিতিতে ব্যাটিং বিভাগে রয়েছে একাধিক বিকল্প।অন্যদিকে, ঋষভ পন্থকে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ওয়ানডে দলে রাখা হয়নি। তাঁকে রেস্ট অব ইন্ডিয়ার অধিনায়ক করা হয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীরের বিরুদ্ধে ইরানি কাপে খেলবে রেস্ট অব ইন্ডিয়া।ভারতের ১৫ সদস্যের দল- শুভমান গিল (অধিনায়ক), রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, রুতুরাজ গায়কোয়াড়, কে এল রাহুল (সহ-অধিনায়ক), ধ্রুব জুরেল, নীতিশ কুমার রেড্ডি, রবীন্দ্র জাদেজা, কুলদীপ যাদব, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণা, গুরনুর ব্রার, মহম্মদ সিরাজ, আকিব নবী, যশস্বী জয়সওয়াল ও নমন ধীর।

বলিউডের শ্যুটিংয়ে পিচ নষ্ট শাস্তি লেস্টারশায়ারের

নয়া জামানা ঃ কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপের ম্যাচের জন্য নিম্নমানের পিচ তৈরি করে বিপাকে পড়েছিল লেস্টারশায়ার কাউন্টি ক্লাব। এর ফলে তাদের যেমন পয়েন্ট কেটে নেওয়া হয়েছে, তেমন দিতে হবে আর্থিক জরিমানাও। এই মর্মেই এবার লেস্টারশায়ার জানাল, বলিউড সিনেমার শ্যুটিং করতে গিয়ে পিচ নষ্ট হয়েছে। তবুও চিঁড়ে না ভেজার ফলে বড় অঙ্কের ক্ষতি হবে লেস্টারশায়ার ক্লাবের।গত ২০ থেকে ২৩ আগস্ট গ্রেস রোডে গ্ল্যামারগনের বিরুদ্ধে কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপের ম্যাচ খেলেছিল লেস্টারশায়ার। ম্যাচটি তারা ৪২ রানে জিতলেও পিচের মান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। ক্রিকেট ডিসিপ্লিনারি প্যানেল ক্রিকেট রেগুলেটরের খারাপ পিচ সংক্রান্ত অভিযোগ বহাল রেখেছে। ম্যাচ জিতে লেস্টারশায়ার যে ১৯ পয়েন্ট পেয়েছিল, তা কেটে নেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি

আরও ৮ পয়েন্ট বেশি কাটা হয়েছে। এর সঙ্গে ক্লাবকে দিতে হবে অতিরিক্ত ৫০০০ পাউন্ড আর্থিক জরিমানা।লেস্টারশায়ার ক্লাবের হেড গ্রাউন্ডসম্যান কলাম লিউইন শুনানির সময় জানিয়েছিলেন, পিচ তৈরির ক্ষেত্রে এমন কিছু জিনিস ঘটেছিল, যা তাঁর নিয়ন্ত্রণের বাইরে। তাঁর দাবি ছিল, ম্যাচের আগে এই পিচেই একটি টি-টোয়েন্টি হয়েছিল। তার উপর তাপমাত্রা প্রায় ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছিল। এর পাশাপাশি আবার মাত্র ৪ দিন আগে গ্রেস রোডে একটি বলিউডি সিনেমার অর্থাৎ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বায়োপিকের শ্যুটিং হয়েছিল। সেই সময় তাঁকে পিচের কাছে ঘেঁষতে দেওয়া হয়নি।তবু ডিসিপ্লিনারি কমিটি শ্যুটিংকে কখনওই পিচ খারাপ হওয়ার কারণ হিসেবে মানতে নারাজ। প্যানেলের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, সরে যাওয়া ফাটলের কারণে এই সমস্যা হয়েছে। ম্যাচ রেফারি ইয়ান রামেজ ম্যাচের রিপোর্টে জানান, গোটা ম্যাচে মোট ৪৩ বার অসমান বাউন্সের ঘটনা ঘটেছে, যা কোনও ম্যাচের ক্ষেত্রে খুব দুশ্চিন্তার। যদিও এই শাস্তির ফলে কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপের ডিভিশন ওয়ান থেকে অবনমনের আশঙ্কাতে ভুগছে লেস্টারশায়ার। ১২ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ৮৯। যদিও ক্লাব জানিয়েছে তারা পরবর্তী পদক্ষেপ জানাবে।

জর্ডনে জেতা ম্যাচ হাতছাড়া ২-২ ড্র ইস্টবেঙ্গলের

নয়া জামানা ঃ কপাল হয়তো একেই বলে। জেতা ম্যাচ হাতছাড়া করে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ-২-এর প্রথম ম্যাচে ড্র করেই জর্ডন থেকে ফিরতে হল ইস্টবেঙ্গলকে। আল হুসেইনের বিরুদ্ধে একসময় ২-০ গোলে এগিয়ে থেকেও শেষ পর্যন্ত ২-২ গোলে ম্যাচ শেষ করল হাবাসের দল। ফলে এশিয়ার মাটিতে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করে এক পয়েন্ট নিয়েই ফিরতে হচ্ছে লাল-হলুদকে।ঘরের মাঠে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ-২-এর যোগ্যতা অর্জন পর্বে আল আরবিকে ৪-১ গোলে হারানোর পর থেকেই ইস্টবেঙ্গলকে ঘিরে প্রত্যাশা ছিল তুঙ্গে। তার উপর সদ্য ডুরান্ড কাপ জয়ের আত্মবিশ্বাস। ফলে জর্ডনের প্রতিকূল পরিবেশেও জয় পাওয়ার লক্ষ্য নিয়েই মাঠে নেমেছিল লাল-হলুদ।শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে দেখা

যায় ইস্টবেঙ্গলকে। মাত্র ৯ মিনিটেই দানি রামিরেজের দুরন্ত গোলে এগিয়ে যায় দল। ৩৩ মিনিটে আনোয়ার আলির গোলে ব্যবধান দ্বিগুণ হয়। প্রথমার্ধে একাধিক সুযোগ তৈরি করে প্রতিপক্ষের রক্ষণকে চাপে রাখেন রশিদ-আনোয়াররা। ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে থেকেই বিরতিতে যায় ইস্টবেঙ্গল।কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে ছবিটা বদলে যায়। আক্রমণের ঝাঁঝ কমিয়ে ক্রমশ রক্ষণাত্মক হয়ে পড়ে ইস্টবেঙ্গল। সেই সুযোগে চাপ বাড়াতে থাকে আল হুসেইন। ৬১ মিনিটে আলমারদির গোলে ব্যবধান কমে। শেষ পর্যন্ত ৮৭ মিনিটে আহমেদ আসাফের গোলে সমতা ফেরায় জর্ডনের দল। শেষ মুহূর্তে জয়ের সুযোগ থাকলেও তা কাজে লাগাতে পারেনি ইস্টবেঙ্গল। ২-২ গোলে ম্যাচ শেষ হওয়ায় এক পয়েন্ট নিয়েই ফিরতে হচ্ছে লাল-হলুদকে।

ময়দানের বেহাল মাঠে প্রশ্নের মুখে বাংলার ফুটবলের ভবিষ্যৎ

নয়া জামানা ঃ ভাগের ময়দান মাটি পায় না;কলকাতা ময়দানের বর্তমান পরিস্থিতি বোঝাতে যেন এই কথাটিই সবচেয়ে যথার্থ। ফুটবল, ক্রিকেট ও হকি;তিন খেলাতেই সারা বছর ব্যস্ত থাকে ময়দান। এখন চলছে ফুটবলের মরশুম। পঞ্চম ডিভিশন থেকে প্রথম ডিভিশন পর্যন্ত বিভিন্ন লিগের ম্যাচ হচ্ছে। এরপর ক্রিকেট, তারপর হকি। ফলে লাগাতার ব্যবহারে একাধিক মাঠের অবস্থা ক্রমশ খারাপ হচ্ছে।সম্প্রতি কর্দমাক্ত মাঠ ও লম্বা ঘাসের মধ্যে কলকাতা লিগের তৃতীয় ডিভিশনের ম্যাচের ছবি সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। মাঠের রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। কিন্তু দায় কার, তা নিয়ে মতভেদ থাকলেও স্থায়ী সমাধানের উদ্যোগ এখনও স্পষ্ট নয়।ময়দানের জমির মালিকানা সেনাবাহিনীর অধীনে। বিভিন্ন ক্লাব

মাঠ ব্যবহার করে এবং একাধিক ক্লাবের একাধিক খেলার দল রয়েছে। ফলে মাঠের ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়। বর্ষায় পরিস্থিতি আরও কঠিন হয়ে ওঠে।ফুটবলের বেহাল মাঠ নিয়ে সরব হয়েছেন প্রাক্তন ভারতীয় অধিনায়ক বাইচুং ভুটিয়া। তাঁর মতে, নিচুতলার লিগে এমন মাঠ ভারতীয় ফুটবলের উন্নতির পথে বাধা। জবাবে আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত জানান, বর্ষায় ঘাস কাটার যন্ত্র ব্যবহার করা যায়নি। মাঠ সংস্কার নিয়ে ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁর সঙ্গে তাঁদের আলোচনা হয়েছে।অনির্বাণের ব্যাখ্যা, মাঠের মাটি সরে গিয়ে অনেক জায়গা বাটির মতো হয়ে পড়েছে। ফলে জল বেরোতে পারছে না। পিচের মাটি ধুয়ে যাওয়ায় সমস্যা আরও বেড়েছে। মাঠ প্রায় দুফুট উঁচু করার প্রয়োজন বলেও জানান তিনি।কিন্তু ফুটবল মরশুম চলায় এখনই সংস্কার সম্ভব নয়। নভেম্বর থেকে ক্রিকেটের পিচ তৈরির কাজ শুরু হবে। ফলে তিন খেলাকে ঘিরে মাঠ ব্যবহারের সমন্বয় না হলে সমস্যা থেকেই যাবে। ভালো মাঠের অভাবে চোটের আশঙ্কার পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে খেলোয়াড়দের পারফরম্যান্সও।

সাব-জুনিয়র জাতীয় ব্যাডমিন্টনে চ্যাম্পিয়নশিপ তেলেঙ্গানা

নয়া জামানা ঃ ভবিষ্যতের পিভি সিন্ধু, সাইনা নেহওয়াল কিংবা সাত্ত্বিক-চিরাগদের খোঁজে কলকাতায় বসেছিল জাতীয় সাব-জুনিয়র (অনূর্ধ্ব-১৩) ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট। হরিণাভির স্টার ব্যাডমিন্টন অ্যাকাডেমিতে টানা পাঁচ দিন ধরে চলে প্রতিযোগিতা। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের খুদে শাটলারদের দাপটে জমজমাট ছিল প্রতিটি ইভেন্ট।মেয়েদের সিঙ্গলসে তেলেঙ্গানার লিয়োশা কোরুকন্ডা ১৫-১০, ১৫-১২ ব্যবধানে একই রাজ্যের শানভি রেড্ডি নিম্মাকে হারিয়ে খেতাব জেতেন। ছেলেদের সিঙ্গলসে উত্তরাখণ্ডের সার্থক জোশি ১৫-১২, ১৫-১২ ব্যবধানে অন্ধ্রপ্রদেশের রেহান দুদেকুলাকে পরাজিত করেন।তবে সিঙ্গলসের দুই ফাইনালিস্টই ডাবলসে জুটি বেঁধে সাফল্য পান। ছেলেদের ডাবলসে রেহান ও সার্থক জুটি ১৬-১৪, ১৫-১২ ব্যবধানে রাজস্থানের লোকেশ গুর্জার ও রক্ষিত সিং জুটিকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়। মেয়েদের ডাবলসে লিয়োশা ও শানভি জুটি ১৬-১৪, ১৫-৬ ব্যবধানে মহারাষ্ট্রের হেজেল জোশি ও দিভিশা সিংকে হারিয়ে

খেতাব দখল করে।জাতীয় স্তরের এই প্রতিযোগিতায় বাংলার প্রতিনিধিদের ফাইনালে না থাকা স্বাভাবিকভাবেই আক্ষেপের। বাংলার খুদে প্রতিভারা লড়াই করলেও শেষপর্যন্ত শিরোপা জয়ের মঞ্চে পৌঁছতে পারেনি। রাজ্যে পর্যাপ্ত পরিকাঠামোর অভাবও অন্যতম কারণ বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সচিব জহর দাস ও আইএফএ চেয়ারম্যান সুব্রত দত্ত। উদ্বোধনে ছিলেন অলিম্পিয়ান চেতন আনন্দ বুরাদাগুন্তা।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।